সংস্কৃত সাহিত্যজগতে আচার্য হলায়ুধের সারস্বতকৃতি : একটি সমীক্ষা

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা বিভাগের অধীনে পিএইচ.ডি. উপাধি প্রাপ্তির জন্য প্রদেয় গবেষণা-সন্দর্ভের সংক্ষিপ্তসার

(Synopsis)

গবেষক

মহাদেব দাস

বিশ্ববিদ্যালয়ের নিবন্ধন ক্রম : A00SA1201119

বর্ষ : ২০১৯-২০২০

তত্ত্বাবধায়ক

ডঃ অশোককুমার মাহাত

অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সংস্কৃত বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা

২০২৩

Saṃskṛta Sāhityajagate Ācārya Halāyudher Sārasvatakṛti : Ekaṭi Samīkṣā

Synopsis submitted to the Department of Sanskrit of Jadavpur University for the award of Doctor of Philosophy

DOCTOR OF PHILOSOPHY

In

SANSKRIT

By

Mahadeb Das

Registration No. – A00SA1201119

Session : 2019-2020

Under the Supervision of

Dr. Ashok Kumar Mahata

Professor, Dept. of Sanskrit, Jadavpur University

Department of Sanskrit

Jadavpur University

Kolkata

2023

সূচীপত্র

বিষয় :	পৃষ্ঠাঙ্ক
সূচীপত্র :	৩
সংকেতসূচি :	৪-৮
ভূমিকা :	৯-২১
প্রথম অধ্যায় : সংস্কৃত সাহিত্যজগতে আচার্য হলায়ুধের পরিচয় :	২২-৩০
দ্বিতীয় অধ্যায় : আচার্য হলায়ুধের নামে প্রচলিত রচনাসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচয় :	৩১-৩৩
তৃতীয় অধ্যায় : লক্ষ্মণসেনের ধর্মাধিকারী হলায়ুধ রচিত নির্বাচিত কয়েকটি গ্রন্থের বিশেষ পর্যালোচনা :	৩৪-৩৫
চতুর্থ অধ্যায় : লক্ষ্মণসেনের ধর্মাধিকারী হলায়ুধের সাহিত্যকৃতির মূল্যায়ন :	৩৭-৩৭
উপসংহার :	৩৮-৪৩
গ্রন্থপঞ্জি :	৪৪-৫২

সংকেতসূচি

অষ্টা. =	অষ্টাধ্যায়ী
অথর্ব. =	অথর্ববেদ
অভি. =	অভিধানরত্নমালা
অভিজ্ঞান. =	অভিজ্ঞানশকুন্তল
অর্থ. =	অর্থসংগ্রহ
আ. য. সূ. =	আপস্তম্বযজ্ঞপরিভাষাসূত্র
উ. ম. =	উবট মন্ত্রভাষ্য
ঐ. আ. =	ঐতরেয়ারণ্যক
ঐ. ব্রা. =	ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ
ঋ. প্রা. =	ঋগ্বেদ-প্রাতিশাখ্য
ঋগ্বেদ. =	ঋগ্বেদভাষ্যোপক্রমণিকা
ঋ. স. =	ঋগ্বেদ-সংহিতা
কাম. =	কামসূত্র
কাব্য. =	কাব্যপ্রকাশ
কাব্যা. =	কাব্যাদর্শ
কা. সূ. =	কাব্যালংকারসূত্রবৃত্তি
কাব্য. মী. =	কাব্যমীমাংসা
কবি. =	কবিরহস্য

কূর্ম. = কূর্মপুরাণ

কৃত্য. = কৃত্যরত্নাকর

গীত. = গীতগোবিন্দ

গৃহস্থ্য. = গৃহস্থ্যরত্নাকর

চতুর্বর্গ. = চতুর্বর্গচিন্তামণি

ছন্দঃ. = ছন্দঃশাস্ত্র

ছা. ম. ভা. = ছান্দোগ্য-মন্ত্রভাষ্য

ছা. ব্রা. = ছান্দোগ্য-ব্রাহ্মণ

ছা. উ. = ছান্দোগ্যোপনিষদ

তত্ত্ব. = তত্ত্বপ্রদীপিকা

তৈ. উ. = তৈত্তিরীয় উপনিষদ

তৈ. স. = তৈত্তিরীয় সংহিতা

দে. ভা. = দেবী ভাগবত

ধাতু. = ধাতুপাঠ

নাট্য. = নাট্যশাস্ত্র

নি. = নিরুক্ত

পঞ্চ. = পঞ্চতন্ত্র

পরি. প্র. = পরিশিষ্টপ্রকাশ

পরিভাষা. = পরিভাষাপ্রকাশ

প্রবোধ. = প্রবোধচন্দ্রোদয়

পা. গৃ. = পারস্করগৃহ্যসূত্র

পা. শি. = পাণিনীয়শিক্ষা

প্রা. পৈ. = প্রাকৃতপৈঙ্গল

প্রা. ভা. কা ই. ত. স. = প্রাচীন ভারত কা ইতিহাস

পি. ছ. সূ. = পিঙ্গলচ্ছন্দঃসূত্র

বা. সং. = বাজসনেয়ি-সংহিতা

বামন. = বামনপুরাণ

বিবাদ. = বিবাদরত্নাকর

বে. ত. স. = বেদান্ততত্ত্বসমীক্ষা

বেদান্ত. = বেদান্তসূত্র

বৈ. সূ. = বৈতানসূত্র

ব্রা. স. = ব্রাহ্মণসর্বস্ব

ব্যাস. = ব্যাসসংহিতা

বৃহদ. = বৃহদ্দেবতা

ভা. সং. কো. = ভারতীয় সংস্কৃতিকোষ

মৎস্য. = মৎস্যপুরাণ

মনু. = মনুসংহিতা

মহাভা. = মহাভারত

মহা. = মহাভাষ্য

মেদিনী. = মেদিনীকোষ

মী. স. = মীমাংসাসর্বস্ব

মী. সূ. = মীমাংসাসূত্র

মী. ভা. = মীমাংসাভাষ্য

মী. স. = মীমাংসাসর্বস্ব

মুণ্ডক. = মুণ্ডকোপনিষদ

যাজ্ঞ. = যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা

শ. ব্রা. = শতপথব্রাহ্মণ

শ্রাদ্ধ., = শ্রাদ্ধকৌমুদী

শ্রুত. = শ্রুতবোধ

শ্লোক. = শ্লোকবার্ত্তিক

সর্বা. = সর্বানুক্রমণী

স. স. র. = সমাজ সংস্কারক রঘুনন্দন

স. সা. বা. দা. = সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান

সা. দ. = সাহিত্যদর্পণ

সাংখ্য. = সাংখ্যকারিকা

সাম. ব্রা. = সামবিধানব্রাহ্মণ

সা. ব্রা. = সাংখ্যায়নব্রাহ্মণ

সিদ্ধান্ত. = সিদ্ধান্তকৌমুদী

সে. শু. = সেক-শুভোদয়া

স্কন্দ. = স্কন্দপুরাণ

হ. স্তো. = হলায়ুধ-স্তোত্র

হ. বৃ. = হলায়ুধ বৃত্তি

A. I. = Ancient India.

D. C. M. M. = Descriptive Catelogue of Manuscripts in Mithila.

E. I. = Epigraphia Indica.

H. D. = History of Dharmasastra.

H. S. L. = History of Sanskrit literature.

I. W. = Indian Wisdom

Kavi. = Kavirahasya

R. A. T. T. = Rashtrakutas and Their Times.

Seka. = Sekaśubhodayā

ভূমিকা

অবতরণিকা (Introduction):

পৃথিবীর ভাষাসমূহের মধ্যে সংস্কৃত ভাষা অতিপ্রাচীন। দীর্ঘ সময় ধরে নানাবিধ শ্রেণীর সাহিত্য এই ভাষায় রচিত হয়েছে। সাহিত্যকে সমাজের দর্পণ হিসেবে ধরা হয়। একটি সমাজের বৈশিষ্ট্য সাহিত্যে ভালভাবে চিত্রিত হয়ে থাকে। সংস্কৃত সাহিত্য হল সেই দর্পণ যেখানে সংস্কৃতি-সম্পন্ন ভারতকে সুস্পষ্টভাবে দেখা যায়। ভারতে বসবাসকারী মানুষের ধর্ম, বেশভূষা, লোকাচার, নানাবিধ অভ্যাস, সংস্কৃতি সবই সংস্কৃত ও সংস্কৃতজ ভারতীয় সাহিত্যে চিত্রিত হয়েছে।

সংস্কৃত সাহিত্য মুলত দুভাগে বিভক্ত- বৈদিক সাহিত্য ও লৌকিক সংস্কৃত সাহিত্য। বৈদিক সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হল প্রতি বেদের সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ এবং ষড়্বেদাঙ্গ, পরিশিষ্ট ইত্যাদি গ্রন্থ। আবার লৌকিক সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যে মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য, গদ্যকাব্য, দৃশ্যকাব্য, দর্শনশাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র, অলঙ্কারশাস্ত্র, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রন্থ রয়েছে।

সংস্কৃত সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা ও আচার্য হলায়ুধের অবস্থান :

সমগ্র মানবজাতির সামাজিক, ভৌগোলিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও ভাষাতাত্ত্বিক ইতিহাসের প্রাচীনতম ও গুরুত্বপূর্ণ আকরগ্রন্থগুলির মধ্যে অন্যতম হল বৃহদায়তন বৈদিক সাহিত্য। তবে এই অনন্যসাধারণ সাহিত্য বেদকে ঐতিহ্যগতভাবে মানুষের দ্বারা সৃষ্ট বলে মনে করা হয় না। এটি হল ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর, যা ঈশ্বরের মতই নিত্য এবং অপৌরুষেয়।[১] বেদ ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। বৈদিক সাহিত্য ভারতীয় সভ্যতার উৎসস্বরূপ। ভারতীয়দের ধর্ম-কর্ম, রীতি-নীতি ও ধ্যান-ধারণার ওপর বৈদিক সাহিত্যের সর্বব্যাপী প্রভাব বিদ্যমান। বেদ শব্দটি বিদ্

[১] অপৌরুষেযং বাক্যং বেদঃ, অর্থ., বিশ্বরূপ সাহা সম্পাদিত, সদেশ প্রকাশনী, পৃ. ২৮

ধাতু থেকে এসেছে, যার অর্থ হল জ্ঞান। এছাড়াও বিদ্ ধাতুর আরও তিনরকম অর্থ রয়েছে। যেমন – সত্তা, লাভ ও বিচার।[২] জ্ঞানার্থক বিদ্ ধাতুর উত্তর করণবাচ্যে ঘঞ্ প্রত্যয় যোগে বেদশব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে। বেদের লক্ষণ বিষয়ে আচার্য যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন, "প্রত্যক্ষেণানুমিত্যা বা যস্তূপায়ো ন বুধ্যতে। এনং বিদন্তি বেদেন তস্মাদ্ বেদস্য বেদতা।।"[৩] অর্থাৎ প্রত্যক্ষ বা অনুমানের দ্বারা যে জ্ঞান লাভ করবার কোনও উপায় নেই, সেই অতীন্দ্রিয় পরম জ্ঞান বেদ থেকেই লব্ধ হয়। এখানেই বেদের বেদত্ব সিদ্ধ হয়।

ভারতীয় আচার্যদের মতে এই বেদ হল অনাদিকাল থেকে চলে আসা পরমজ্ঞান। জগৎসৃষ্টির পর ঋষিরা তাঁদের দিব্য অনুভূতি বা তপস্যার দ্বারা সেই জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ করেছেন। প্রাচীন ভারতে ঋষিদের দ্বারা দৃষ্ট বেদমন্ত্রগুলিকে শিষ্যরা শুনে শুনে মনে রাখতেন। সুতরাং শ্রবণযোগ্য সাহিত্য হওয়ায় বেদের অপর নাম হল শ্রুতি।

আকৃতিগত দৃষ্টিতে বেদ চারপ্রকার। যথা– ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ এবং অথর্ববেদ। তবে বিষয়বস্তুগত দিক দিয়ে বেদের দুটি ভাগ– মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণ। মন্ত্রের অপর নাম হল সংহিতা। ব্রাহ্মণ আবার তিনভাগে বিভক্ত, যথা– শুদ্ধ ব্রাহ্মণ, আরণ্যক এবং উপনিষদ। মন্ত্রভাগ পদ্যে রচিত, তবে যজুর্বেদের মধ্যে গদ্যমন্ত্রও আছে। মন্ত্রভাগের মধ্যে এক শ্রেণির মন্ত্রে শুধুমাত্র বিভিন্ন দেবতার স্তব করা হয়েছে এবং অপর শ্রেণির মন্ত্রে স্বর্গ, ধন, আয়ু, পুত্র প্রভৃতির প্রার্থনা করা হয়েছে। আচার্য শৌনকের মতে, প্রথম শ্রেণির মন্ত্র হল স্তুতি এবং দ্বিতীয় শ্রেণির মন্ত্র হল আশীঃ। আবার অনেকের মতে, ব্রাহ্মণের শেষ অংশ হল আরণ্যক এবং আরণ্যকের শেষ অংশ হল উপনিষদ। ব্রাহ্মণ অংশ গদ্যে রচিত। সুতরাং আকৃতিগত দিক থেকে বেদ চারপ্রকার হলেও

---

[২] সত্তাযাং বিদ্যতে জ্ঞানে বেত্তি বিন্তে বিচারণে।
বিন্দতে বিন্দতি প্রাপ্তৌ শ্যন্লুকশ্নশ্নশ্নেষ্বিদং ক্রমাৎ।। সিদ্ধান্ত., ২য় খণ্ড. পৃ. ২৫৫

[৩] ঐতরেয়ব্রাহ্মণভাষ্যভূমিকা।

বিষয়বস্তুগত দিক থেকে প্রতিটি বেদ আবার মন্ত্র বা সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক এবং উপনিষদ ভেদে চারপ্রকার।

চারপ্রকার বেদের মধ্যে প্রাচীনতম হল ঋগ্বেদ। আর এই ঋগ্বেদই সাম, যজুঃ ও অথর্ববেদের উৎস বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। প্রথম অবস্থায় ঋক্, সাম ও যজুঃ- এই তিনটি বেদই ত্রয়ী নামে পরিচিত ছিল। প্রাচীন ধারা অনুসারে সংহিতা চার প্রকার হলেও বেদ মন্ত্রগুলি তিন প্রকারের হওয়ার কারণেও বেদকে ত্রয়ী বলা হয়ে থাকে।

সামবেদ গেয় বেদ বলে পরিচিত। এই বেদের অনেক শাখা বিদ্যমান। পাতঞ্জল মহাভাষ্যে সামবেদের সহস্র শাখার উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে বর্তমানে তিনটি শাখার নাম জানা যায়। যথা– কৌথুম, রাণায়নীয় ও জৈমিনীয়। পৃথক পৃথক যজ্ঞানুষ্ঠানে যে বিশেষ বিশেষ মন্ত্রের প্রয়োজন হয় এবং যে বিধিনিয়মগুলি পালন করতে হয় তাদের সমষ্টিই যজুর্বেদ-সংহিতা নামে পরিচিত। গদ্যাত্মক এই বেদের মধ্যে যজ্ঞসম্পাদনের বিধানগুলি পাওয়া যায়। ঋগ্বেদ থেকে কেবলমাত্র যজুর্বেদের এক-চতুর্থাংশ মন্ত্রই গৃহীত হয়েছে আর বাকি সকল অংশই গদ্যময় ও প্রয়োগবিধির দ্বারা পরিপূর্ণ। যজ্ঞের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত মন্ত্রকে যজুঃ বলে। আচার্য যাস্ক তাঁর নিরুক্ত গ্রন্থে যজুঃ শব্দের নির্বচন করেছেন– 'যজুর্যজতেঃ'।[৪] আবার অন্যভাবে বলা হয়, যে মন্ত্রের দ্বারা যজ্ঞ করা হয় তাকে যজুঃ বলা হয়– 'ইজ্যতেঽনেনেতি যজুঃ।' আচার্য জৈমিনি তাঁর *মীমাংসাসূত্র* গ্রন্থে যজুঃ শব্দের লক্ষণে বলেছেন, 'শেষে যজুঃ শব্দঃ'।[৫] অর্থাৎ ঋক্ ও সাম ভিন্ন যা শেষ বা অবশিষ্ট তার নাম যজুঃ। যজুঃ গদ্য ও পদ্যময় মন্ত্র দ্বারা সন্নিবিষ্ট। *যজুর্বেদের* বহু শাখার প্রচলন ছিল। *বিষ্ণুপুরাণ* অনুসারে *যজুর্বেদের* সাতাশটি শাখার উল্লেখ পাওয়া যায়। এই বেদের প্রধান দুটি ভাগ

[৪] যজুর্যজতেঃ, নি, ৭.১২

[৫] মী. সূ. ২.১.৩৭

হল *কৃষ্ণযজুর্বেদ* ও *শুক্লযজুর্বেদ*। *কৃষ্ণযজুর্বেদ শুক্লযজুর্বেদ* অপেক্ষা প্রাচীন। *কৃষ্ণযজুর্বেদে* মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ মিশ্রিত হয়ে রয়েছে, অপরদিকে *শুক্লযজুর্বেদে* মন্ত্রভাগ থেকে ব্রাহ্মণভাগ পৃথক্ করা হয়েছে। *কৃষ্ণযজুর্বেদের* পাঁচটি শাখা প্রসিদ্ধ আর *বিষ্ণুপুরাণ* অনুসারে যদিও *শুক্লযজুর্বেদের* পঞ্চাশটি শাখার উল্লেখ পাওয়া যায়, তবে সেগুলি অনুপলব্ধ। *শুক্লযজুর্বেদের* প্রধান দুটি শাখা হল- কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন। বেদভাষ্যকার আচার্য হলায়ুধ সায়ণাচার্যের পূর্ববর্তী বেদভাষ্যকারদের মধ্যে অন্যতম। তিনিই প্রথম *শুক্লযজুর্বেদের কাণ্ব*শাখার ওপর ভাষ্য রচনা করেন। তাঁর রচিত ভাষ্যের নাম *ব্রাহ্মণসর্বস্ব*। সায়ণাচার্যের পরবর্তীকালেও এই শাখার ওপর ভাষ্য রচনা করেছিলেন অনন্তাচার্য ও আনন্দবোধ। কিন্তু হলায়ুধভট্টই এই শাখার ভাষ্যকারদের মধ্যে প্রাচীনতম। এই বিষয়ে *কর্মোপদেশিনী* নামে হলায়ুধের একটি গ্রন্থের কথা জানা যায়। তবে কেউ কেউ মনে করেন এটি *ব্রাহ্মণসর্বস্বে*রই অপর নাম।

সংস্কৃত ভাষায় দর্শনশাস্ত্রের অনেক গ্রন্থ প্রণীত হয়। এই সমস্ত গ্রন্থের মধ্যে আছে গৌতমাচার্যের ন্যায়দর্শন, কণাদের বৈশেষিকদর্শন, কপিলমুনির সাংখ্যদর্শন, পতঞ্জলির যোগদর্শন, বাদরায়ণের বেদান্তদর্শন এবং জৈমিনির মীমাংসাদর্শন। পরবর্তী কালে শঙ্করাচার্য, শবরস্বামী প্রমুখ আচার্যগণ দর্শনশাস্ত্রসমূহের ভাষ্যগ্রন্থ রচনা করেন। আরও পরবর্তী সময়ে এই দর্শনশাস্ত্রগুলি অবলম্বনে নানা দার্শনিক প্রকরণ গ্রন্থ রচিত হয়। মীমাংসাদর্শন অবলম্বনে আচার্য হলায়ুধ যে গ্রন্থটি প্রণয়ন করেন সেটির নাম হল *মীমাংসাসর্বস্ব*।

বেদের অর্থবোধে ছয়টি বেদাঙ্গের স্থান গুরুত্বপূর্ণ। এই ছয়টি বেদাঙ্গ হল- শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ। বেদাঙ্গসমূহের মধ্যে ছন্দঃশাস্ত্রের রচয়িতা হলেন পিঙ্গলমুনি। আচার্য পিঙ্গলের সূত্রগুলির ওপর হলায়ুধ একটি বৃত্তিগ্রন্থ রচনা করেন। এই বৃত্তির নাম হল *মৃতসঞ্জীবনীবৃত্তি* বা *হলায়ুধবৃত্তি*।

সংস্কৃত ভাষায় রচিত *রামায়ণ* ও *মহাভারত* ভারতীয় সাহিত্য ও সমাজে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অদ্যাবধি ভারতীয় সমাজ এই দুটি মহাকাব্য রচনাকে উৎকৃষ্ট ও সর্বোচ্চ সারির রচনারূপে স্বীকার করে। মানুষের জীবনও এই দুটি মহাকাব্য দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। *রামায়ণ* শিক্ষা দেয় রামের মতো আচরণ পালন করার এবং রাবণের মত আচরণ বর্জন করার। মম্মটাচার্য বলেছেন- 'রামাদিবৎ প্রবর্তিতব্যং ন রাবণাদিবত্'।[৬] এই মহাকাব্য দুটির রচনা অন্যদের কাছে সাহিত্য রচনা করার প্রেরণা জোগায়। পরবর্তী কালে বিভিন্ন রাজার রাজসভার সভাকবিরা আলঙ্কারিক মহাকাব্য রচনা করেন। সেইসঙ্গে তাঁরা তাঁদের পৃষ্ঠপোষক রাজাদের প্রশস্তিসূচক কাব্যও রচনা করেন। ইতিহাসাশ্রিত এই সমস্ত কাব্যকে ঐতিহাসিক কাব্য বলে সাহিত্য সমালোচকেরা নামকরণ করেছেন। আচার্য হলায়ুধের নামাঙ্কিত এমনই একটি ঐতিহাসিক কাব্যের নাম হল *কবিরহস্য*।

এই সংস্কৃত ভাষাতেই রচিত হয়েছে নানা ধরনের কাব্য ও নাটক। এই ভাষার কয়েকজন প্রথিতযশা কবি হলেন কালিদাস, ভাস, অশ্বঘোষ, ভবভূতি, ভারবি, মাঘ, শ্রীহর্ষ প্রমুখ। তাঁরা ছিলেন সর্বকালের শ্রেষ্ঠ কবি। সংস্কৃত ভাষাকে আশ্রয় করে অনেক ব্যাকরণগ্রন্থও রচিত হয়েছে। এই ভাষাতেই পাণিনি অষ্টাধ্যায়ী গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এই গ্রন্থে সংস্কৃত ব্যাকরণের সমস্ত নিয়ম পাওয়া যায়। এছাড়াও পতঞ্জলি, কাত্যায়ন প্রমুখ বৈয়াকরণ এই ভাষাকে আশ্রয় করেই তাঁদের ব্যাকরণগ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। আচার্য হলায়ুধের লেখা কবিরহস্য ঐতিহাসিক কাব্যটির সঙ্গে ব্যাকরণশাস্ত্রের একটি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। এখানে নানা ধাতুর নানাবিধ প্রয়োগের দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং একথা বলা যায় যে ব্যাকরণশাস্ত্রেও আচার্য হলায়ুধের অবদান আছে।

সংস্কৃত সাহিত্যের অপর একটি আলোচনার ক্ষেত্র হল কোষকাব্য। সংস্কৃত ভাষাকে আশ্রয় করেই অনেক জনপ্রিয় কোষকাব্যকার কোষগ্রন্থ রচনা করেছেন। ভারতবর্ষে কোষকাব্যের প্রারম্ভ

[৬] কাব্য, প্রথম উল্লাস, কারিকা ২

ঘটে বৈদিক শব্দের সংগৃহীত রূপ *নিঘণ্টু* নামক কোষগ্রন্থের মধ্য দিয়ে। পরবর্তী সময়ে আরও অনেক জনপ্রিয় কোষগ্রন্থ সংস্কৃত ভাষাতেই রচিত হয়েছে। যেমন– অমরসিংহ কৃত *অমরকোষ।* অমরসিংহের মতো হলায়ুধও ছিলেন একজন জনপ্রিয় কোষকাব্যকার। তাঁর রচিত কোষগ্রন্থের নাম হল *অভিধানরত্নমালা।*

আচার্য হলায়ুধের নাম শুধু বেদভাষ্যকাররূপেই নয়, বরং জ্যোতির্বিদ্, গণিতজ্ঞ ও বৈজ্ঞানিক হিসেবেও সমধিক প্রসিদ্ধ। *দ্বিজনয়ন* নামে জ্যোতির্বিদ্যাবিষয়ক গ্রন্থের রচয়িতা হিসাবে হলায়ুধের নাম জানা যায়। পিঙ্গলের *ছন্দঃসূত্রের* বৃত্তিতে আচার্য হলায়ুধের গণিতবিষয়ক জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়।

সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে এগুলি ছাড়া আচার্য হলায়ুধরচিত আরও কতকগুলি গ্রন্থের নাম উপলব্ধ হয়। এগুলি হল- বৈষ্ণবসর্বস্ব, শিবসর্বস্ব, পণ্ডিতসর্বস্ব, দুর্গোৎসববিবেক, মৎস্যসূক্ততন্ত্র, ক্রিয়ানিঘণ্টু, হলায়ুধস্তোত্র, শ্রাদ্ধপদ্ধতিটীকা, নবগ্রহমন্ত্রব্যাখ্যা, সংবৎসরপ্রদীপ, সেকশুভোদয়া প্রভৃতি।

হলায়ুধের নামাঙ্কিত গ্রন্থসমূহের পর্যালোচনার অবকাশে যে কথাটি বলা অবশ্যই প্রয়োজন তা হল- উক্ত সকল গ্রন্থের রচয়িতা এক এবং অভিন্ন হলায়ুধ কি না সে বিষয়ে বিতর্কের যথেষ্ট অবকাশ আছে। আমাদের এই গবেষণা-সন্দর্ভে বিভিন্ন হলায়ুধের ব্যক্তিপরিচয় নিয়ে ঐতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিতে আলোকপাত করা হবে এবং উক্ত গ্রন্থসমূহের গ্রন্থকর্তৃত্ব বিষয়ে বিতর্কের সমাধান করার চেষ্টা করা হবে।

গবেষণার বিষয়নির্ধারণ (Selection of the Topic) :

সংস্কৃত সাহিত্যজগতে আচার্য হলায়ুধের অবদান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। অথচ তাঁর সম্বন্ধে গবেষণায় গুরুত্ব তেমনভাবে পরিলক্ষিত হয় না। আচার্য হলায়ুধের গ্রন্থসমূহের বিষয়ের ব্যাপ্তি

বিস্ময়কর। তাঁর নামাঙ্কিত সর্বস্ব গ্রন্থগুলির মৌলিকত্ব ও বিষয়বস্তু বেশ বৈচিত্র্যপূর্ণ। তবে সকল গ্রন্থের রচয়িতা অভিন্ন কি না– এ বিষয়ে নানা প্রশ্ন ও সংশয় আছে। হলায়ুধের নামাঙ্কিত কয়েকটি গ্রন্থ বর্তমানে উপলব্ধ, তবে সবগুলি নয়। এছাড়া অনেকগুলি গ্রন্থ আচার্য হলায়ুধের নামে প্রচলিত যাদের সম্বন্ধে তত বেশি তথ্য সহজলভ্য নয়। তাই কোন হলায়ুধ কোন গ্রন্থ রচনা করেছেন সে বিষয়ে নানা প্রশ্ন উদ্ভূত হয়। তাই উক্ত প্রশ্ন ও সংশয়সমূহের নিরসনের চেষ্টায় **'সংস্কৃত সাহিত্যজগতে আচার্য হলায়ুধের সারস্বতকৃতি: একটি সমীক্ষা'** নামক বিষয় নির্বাচন করে একটি গবেষণাসন্দর্ভ প্রস্তুত করার প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

গবেষণাসন্দর্ভের প্রকল্প ও সম্ভাব্য অধ্যায়বিভাজন (Hypothesis & Chapterization) :

'সংস্কৃত সাহিত্যজগতে আচার্য হলায়ুধের সারস্বতকৃতি: একটি সমীক্ষা' নামক গবেষণা-সন্দর্ভের মধ্যে ভূমিকা ও উপসংহার সহ মোট ছয়টি অধ্যায় রাখা হয়েছে। ভূমিকা অংশে আলোচনার সূত্রপাত হিসাবে বৈদিক সাহিত্য সমেত সংস্কৃত সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে তার সঙ্গে আচার্য হলায়ুধভট্টের সম্পর্ক বিষয়ে আলোকপাত করা হবে।

আলোচ্য গবেষণা-সন্দর্ভের প্রথম অধ্যায় হল **সংস্কৃত সাহিত্যজগতে আচার্য হলায়ুধের পরিচয়।** এই অধ্যায়ে নানাবিধ গ্রন্থের রচয়িতা আচার্য হলায়ুধের পরিচয় বিষয়ে সমস্যা ও নানাবিধ মত, দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট বংশের রাজাদের সঙ্গে হলায়ুধের সম্পর্ক, বঙ্গদেশের সেনবংশের সঙ্গে হলায়ুধের সম্পর্ক এবং হলায়ুধের বংশপরিচয়, পারিবারিক ও কর্মজীবন সম্বন্ধে আলোকপাত করা হবে।

গবেষণা-সন্দর্ভের দ্বিতীয় অধ্যায়ের নামকরণ করা হয়েছে **আচার্য হলায়ুধের নামে প্রচলিত রচনাসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।** এই অধ্যায়ে সাধারণভাবে আচার্য হলায়ুধের নামাঙ্কিত সমস্ত রচনার

সম্ভাব্য সম্পূর্ণ তালিকা নির্মাণ করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, আচার্য হলায়ুধের নামে প্রচলিত যে সব গ্রন্থের কথা জানা গিয়েছে, তাদের বিষয়বস্তুগত পর্যালোচনা করা হয়েছে। হলায়ুধের নামে প্রচলিত *ব্রাহ্মণসর্বস্ব, মীমাংসাসর্বস্ব, পিঙ্গলচ্ছন্দঃসূত্রের মৃতসঞ্জীবনীবৃত্তি* (*হলায়ুধবৃত্তি*), *পণ্ডিতসর্বস্ব, শিবসর্বস্ব, বৈষ্ণবসর্বস্ব, কবিরহস্য, অভিধানরত্নমালা, দ্বিজনয়ন, মৎস্যসূক্ততন্ত্র, সেক-শুভোদয়া, হলায়ুধস্তোত্র, দুর্গোৎসববিবেক, কর্মোপদেশিনী* ও *ক্রিয়ানিঘণ্টু*- এই সব গ্রন্থগুলির বিষয়বস্তু ও গুরুত্ব উপস্থাপন করা ছাড়াও নানা মতামত সমীক্ষার মাধ্যমে তাদের গ্রন্থকর্তৃত্ব বিষয়ে আলোকপাত করা হবে।

গবেষণাকর্মের তৃতীয় অধ্যায়ের নামকরণ করা হয়েছে **লক্ষ্মণসেনের ধর্মাধিকারী আচার্য হলায়ুধ রচিত নির্বাচিত কয়েকটি গ্রন্থের বিশেষ পর্যালোচনা**। এই অধ্যায়ে *ব্রাহ্মণসর্বস্ব, মীমাংসাসর্বস্ব* ও *মৃতসঞ্জীবনীবৃত্তি*- তিনটি গ্রন্থের বিষয়ে বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা করা হবে। এখানে প্রথমে *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* গ্রন্থের বিষয়ে বিশেষ বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা করা হবে। সেখানে বেদভাষ্যকার হলায়ুধ ও বেদভাষ্যরূপে *ব্রাহ্মণসর্বস্বের* স্বরূপগত আলোচনা, সর্বস্ব শব্দের তাৎপর্য বিশ্লেষণ, *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* গ্রন্থের বিষয়বস্তু, পুরাণ-স্মৃতি-নিবন্ধের আকররূপে *ব্রাহ্মণসর্বস্ব*, সংস্কারতত্ত্ব, হলায়ুধ ও গুণবিষ্ণুর ব্যাখ্যাপদ্ধতির তুলনামূলক অলোচনা, *ব্রাহ্মণসর্বস্বে* গৃহ্যসূত্রের প্রভাব, *ব্রাহ্মণসর্বস্বে* গুণবিষ্ণুর *ছান্দোগ্যমন্ত্রভাষ্যের* প্রভাব, *ব্রাহ্মণসর্বস্বের* স্বরূপ, হলায়ুধের মতে বেদ অধ্যয়নের শর্তাবলি, বেদ অধ্যয়নের রীতি, *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* ভাষ্যের রচনাশৈলী, *ব্রাহ্মণসর্বস্বে* উদ্ধৃত মন্ত্রগুলির আচার-অনুষ্ঠানভিত্তিক ব্যাখ্যা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়গুলির আলোচনা করা হবে।

ব্রাহ্মণসর্বস্বের আলোচনার পর এই অধ্যায়ে *মীমাংসাসর্বস্ব* বিষয়ে বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়ন করা হবে। এখানে উপস্থাপিত বিষয়সমূহ হল– *মীমাংসাসর্বস্ব* গ্রন্থের বিষয়বস্তু, *মীমাংসাসর্বস্ব* গ্রন্থের বিশেষ অধ্যয়ন এবং এই গ্রন্থের রচনাশৈলী পর্যালোচনা ইত্যাদি।

মীমাংসাসর্বস্বের আলোচনার পরেই এই অধ্যায়ে *পিঙ্গলচ্ছন্দঃসূত্রের মৃতসঞ্জীবনীবৃত্তি* বা *হলায়ুধবৃত্তি* বিষয়ে বিশেষ বিশ্লেষণাত্মক সমীক্ষা করা হবে। এখানে যে সমস্ত বিষয়গুলির ওপর আলোকপাত করা হবে সেগুলি হল- বেদাঙ্গরূপে ছন্দঃশাস্ত্রের গুরুত্ব, ছন্দঃশাস্ত্রকার পিঙ্গল ও বৃত্তিকার হলায়ুধ, *পিঙ্গলচ্ছন্দঃসূত্রের* আলোচনা, *মৃতসঞ্জীবনীবৃত্তির* উপযোগিতা, *মৃতসঞ্জীবনীবৃত্তি* বা *হলায়ুধবৃত্তির* রচনাশৈলী ইত্যাদি।

বর্তমান গবেষণা-সন্দর্ভের চতুর্থ অধ্যায় হল **লক্ষ্মণসেনের ধর্মাধিকারী হলায়ুধের সাহিত্যকৃতির মূল্যায়ন।** সংস্কৃত সাহিত্য জগতের নানা শাখা-প্রশাখায় লক্ষ্মণসেনের ধর্মাধ্যক্ষ আচার্য হলায়ুধের অবদান, তাঁর রচনায় পূর্বাচার্যদের প্রভাব এবং পরবর্তী সাহিত্যে তাঁর রচনার প্রভাব ইত্যাদি বিষয়গুলির বিশ্লেষণ এই অধ্যায়ে করা হবে। পরিশেষে উপসংহারে প্রতি অধ্যায়ের সংক্ষিপ্তসার ও বর্তমান গবেষণার নূতন দিগ্‌দর্শন ও পরবর্তী গবেষণার সম্ভাব্য দিশা উপস্থাপনের মাধ্যমে গবেষণা-সন্দর্ভের পরিসমাপ্তি সূচিত হবে।

সাহিত্য-পর্যালোচনা (Literature Review) :

ব্রাহ্মণসর্বস্বের অনেকগুলি সংস্করণ যথা- সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদের প্রকাশনায় দুর্গামোহন ভট্টাচার্য সম্পাদিত *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* গ্রন্থ, বিশ্বনাথ ন্যায়তীর্থ মহাশয় সম্পাদিত *ব্রাহ্মণসর্বস্ব,* তেজশ্চন্দ্র বিদ্যানন্দ মহাশয় সম্পাদিত *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* এবং নীলকমল বিদ্যানিধি সম্পাদিত *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* গ্রন্থ যত্নপূর্বক অধ্যয়ন করা হয়েছে। আচার্য হলায়ুধভট্ট প্রণীত *অভিধানরত্নমালা* গ্রন্থটির ওপর গবেষণা-সন্দর্ভ ইতিপূর্বেই প্রকাশিত হয়েছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের বেদবিষয়ক অধ্যাপিকা ডঃ মৌ দাশগুপ্ত মহাশয়ার আনন্দবাজার পত্রিকার রবিবাসরীয়তে প্রকাশিত *সেক-শুভোদয়ার* বিষয়ে অনেক তথ্য পাওয়া যায়, যা গবেষণাকার্যের প্রতি অনুপ্রেরণা দান করেছে। এর ফলে গবেষণাকর্মের অগ্রগতি ঘটেছে। ছন্দ বিষয়ে লেখা কিছু গবেষণাপ্রবন্ধ পাওয়া

গেছে। সীতানাথ সামাধ্যায়ী সম্পাদিত *পিঙ্গলচ্ছন্দঃসূত্র* গ্রন্থটি গবেষণাকার্যের সহায়ক ভূমিকা নিয়েছে। অধ্যাপক তপন শঙ্কর ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার থেকে প্রকাশিত *Vedāṅga*s নামে একটি প্রবন্ধ-সংকলনে ছন্দোবিষয়ক কয়েকটি গবেষণা-নিবন্ধ রয়েছে, যেমন- পার্থসারথি শীল মহাশয়ের বৈদিক ছন্দের বৈশিষ্ট্যপ্রসূত বিজ্ঞান উন্মোচন', দিলীপ পণ্ডা মহাশয়ের 'ছন্দঃ পাদৌ তু বেদস্য...', জগদীশ রপ্তানের 'বেদাঙ্গরূপে ছন্দের মহিমা অপার'- এইসব গবেষণা নিবন্ধগুলি ছন্দঃশাস্ত্রের সমীক্ষাত্মক আলোচনার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ছন্দঃশাস্ত্রের এইসব গবেষণাধর্মী আলোচনা নির্মীয়মাণ গবেষণা-সন্দর্ভের তৃতীয় অধ্যায়ের একটি উপবিভাগ- *পিঙ্গলচ্ছন্দঃসূত্রের মৃতসঞ্জীবনীবৃত্তি* বা *হলায়ুধবৃত্তি* নামক অংশের বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়নে পাথেয় হয়েছে। বিহার ও ওড়িশার মুখপত্রে প্রকাশিত *মীমাংসাসর্বস্ব* (প্রথম তিনটি অধ্যায়) গ্রন্থটি গবেষণা-সন্দর্ভের তৃতীয় অধ্যায়ের বিশ্লেষণাত্মক আলোচনায় সহায়ক হয়েছে। Archaeological Survey of India থেকে প্রকাশিত *Epigraphia Indica, Vol. XXV* গ্রন্থের 'Halayudhastotra from the Amaresvara temple' প্রবন্ধ থেকে হলায়ুধের ব্যক্তিপরিচিতির সংশয়গত সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করা হয়েছে। International Journal for Research in Engineering Application & Management (IJREAM, Vol. 05) পত্রিকাটিতে ডঃ সূপম মুখার্জীর '*Sanskrit Literature under The Patronage of The Sena Rulers in Bengal*' প্রবন্ধে আচার্য হলায়ুধ সম্পর্কে অনেক তথ্য পাওয়া গিয়েছে, যা গবেষণাকার্যের অগ্রগতিতে সহায়ক হয়েছে। এইসব পূর্বকৃত গ্রন্থরাজি ও নিবন্ধ গবেষণা-সন্দর্ভের কার্যকে নতুন মাত্রা দান করেছে।

গবেষণার অবকাশ (Research Gap) :

সংস্কৃত সাহিত্যের জগতে আচার্য হলায়ুধের রচনাবলির সামগ্রিক মূল্যায়নকে অবলম্বন করে ইতিপূর্বে সমীক্ষাত্মক আলোচনা বিশেষ কিছু হয়নি। তবে পৃথক পৃথক ভাবে হলায়ুধের কয়েকটি গ্রন্থের সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। তার মধ্যে দুর্গামোহন ভট্টাচার্য সম্পাদিত *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* একটি মূল্যবান সংস্করণ। *অভিধানরত্নমালা* গ্রন্থটির ওপর গবেষণা-সন্দর্ভ ইতিপূর্বেই প্রকাশিত হয়েছে। পূর্ববর্তী এইসব গবেষণামূলক কার্যের মধ্যে আচার্য হলায়ুধের ব্যক্তি পরিচিতি নিয়ে যে সংশয় জাগে তার কোনওরকম নিরসন করার চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়নি। এছাড়াও পূর্ববর্তী গবেষণা-সন্দর্ভগুলিতে সংস্কৃত সাহিত্যজগতে তাঁর কৃতি-বিষয়ক পূর্ণাঙ্গ বিবরণ পাওয়া যায় না। তাই আলোচ্য গবেষণা-সন্দর্ভে আচার্য হলায়ুধের ব্যক্তি পরিচিতির সংশয় দূরীকরণের চেষ্টা করা হবে এবং আচার্য হলায়ুধের সাহিত্যকৃতির একটি পূর্ণাঙ্গ বিবরণ উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হবে।

গবেষণা-কার্যের গুরুত্ব (Importance) :

'সংস্কৃত সাহিত্যজগতে আচার্য হলায়ুধের সারস্বতকৃতি: একটি সমীক্ষা' নামক নির্মীয়মাণ গবেষণা-সন্দর্ভটিতে হলায়ুধ নামে একাধিক আচার্যের ব্যক্তিগত পরিচিতির সমস্যা ও তার নিরসনের চেষ্টা করা হবে। গবেষণা-সন্দর্ভটিতে হলায়ুধ নামে ভিন্ন ভিন্ন যে সমস্ত আচার্য রয়েছেন তাঁদের পরিচয় প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের কৃতিসমূহেরও পরিচয় দেওয়া হবে। গবেষণা-সন্দর্ভে *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* গ্রন্থের রচয়িতা, যিনি লক্ষ্মণসেনের ধর্মাধিকারী রূপে পরিচিত সেই হলায়ুধভট্টের বিষয়ে বিশেষভাবে অনুসন্ধান করার চেষ্টা করা হবে। লক্ষ্মণসেনের ধর্মাধিকারী আচার্য হলায়ুধভট্টের রচনাসমূহের বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়নও আলোচ্য গবেষণা-সন্দর্ভটির অন্যতম গুরুত্ব। হলায়ুধের নামে রচিত অনেক গ্রন্থ পাওয়া যায়, কিন্তু সেই গ্রন্থগুলি লক্ষ্মণসেনের ধর্মাধিকারী আচার্য হলায়ুধভট্টেরই রচনা কি না– তারও সংশয় নিরসনের চেষ্টা করা হবে আলোচ্য গবেষণা-

সন্দর্ভে। এই বঙ্গদেশীয় হলায়ুধ রচিত গ্রন্থগুলির বিশেষ অধ্যয়নের সময় নানা আঙ্গিকে গ্রন্থগুলির বিচার করা হবে, যা আলোচ্য গবেষণা-সন্দর্ভের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। পরবর্তী সময়ে যাঁরা আচার্য হলায়ুধের নামাঙ্কিত অন্যান্য রচনাগুলি বিষয়ে গবেষণা করবেন তাঁদের নিকট আলোচ্য গবেষণা-সন্দর্ভটি বিশেষ সহায়ক হবে বলে আমরা আশাবাদী।

গবেষণা-পদ্ধতি (Research Methodology) :

'সংস্কৃত সাহিত্যজগতে আচার্য হলায়ুধের সারস্বতকৃতি: একটি সমীক্ষা' শিরোনামে নির্মীয়মাণ গবেষণা-সন্দর্ভটি প্রস্তুত করার জন্যে পূর্বপ্রকাশিত নানাবিধ মুদ্রিত গ্রন্থের সহায়তা গ্রহণ করা একটি অনিবার্য বিষয়। সুতরাং দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থগুলি ব্যবহারের জন্যে বিভিন্ন গ্রন্থাগারের সাহায্য গ্রহণ করা হবে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগীয় গ্রন্থাগার, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ, এশিয়াটিক সোসাইটি গ্রন্থাগার, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার গ্রন্থাগার- এই সমস্ত গ্রন্থাগার প্রয়োজনীয় ও দুষ্প্রাপ্য সংস্কৃত গ্রন্থের সংগ্রহালয়- তাই এই সমস্ত বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার ব্যবহারের অনুমতি গ্রহণ করা হবে। যে সমস্ত প্রয়োজনীয় গ্রন্থ গ্রন্থাগারে থাকা সত্ত্বেও জীর্ণতার কারণে ব্যবহারের অনুপযুক্ত, অন্তর্জাল ব্যবহারের মাধ্যমে সেই গ্রন্থগুলির অনুসন্ধান করা হবে। অনুসন্ধানবিধি বিষয়ক গ্রন্থ অবলম্বনে গবেষণাপ্রকল্পটি রূপায়িত করার চেষ্টা করা হবে।

গবেষণা-সন্দর্ভটি বাংলা ভাষা ও বাংলা লিপিতে প্রস্তুত করা হবে। এজন্যে সমকালীন চলিত বাংলা ভাষার বাগ্‌বিধি ও বানানবিধি অবলম্বন করা হবে। গবেষণাসন্দর্ভটি মুদ্রণের জন্যে মূল অংশে 'কালপুরুষ' font-এর ১৪ মাত্রাকৃতি ব্যবহার করা হবে। যেখানে ইংরেজী শব্দ প্রয়োগের প্রয়োজন হবে সেখানে 'Times New Roman'-এর ১৪ মাত্রাকৃতি ব্যবহার করা হবে। গবেষণা-সন্দর্ভে দুই পঙ্‌ক্তির মাঝখানে ১.৫ শূন্যস্থান রাখা হবে। সংস্কৃত শ্লোকগুলির উদ্ধৃতির

ক্ষেত্রে বাংলা লিপিই ব্যবহার করা হবে। গবেষণা-সন্দর্ভটিতে সর্বত্রই সংস্কৃত উদ্ধৃতিতে ‘ৎ’ এর পরিবর্তে ‘ত্’ এর ব্যবহার করা হবে। তবে বাংলা বাক্যে ‘ৎ’-ই ব্যবহার করা হবে। সমগ্র গবেষণা-সন্দর্ভটিতে উল্লেখপঞ্জি হিসেবে প্রতি পৃষ্ঠায় পাদটীকা ব্যবহার করা হবে। পাদটীকার ক্ষেত্রে বাংলা অক্ষরে ১২ এবং ইংরেজির ক্ষেত্রেও ১২ মাত্রাকৃতি ব্যবহৃত হবে। এছাড়া প্রতি পৃষ্ঠার ওপরে, নীচে এবং ডান পাশে ২.৫৪ সেন্টিমিটার শূন্যস্থান রাখা হবে। তবে বামপাশে বাঁধাই এর সুবিধার জন্য ৩.০০ সেন্টিমিটার জায়গা রাখা হবে। পাদটীকায় ব্যবহৃত প্রয়োজনীয় গ্রন্থনাম সংক্ষিপ্ত আকারে দেওয়া হবে। পাঠের সাবলীলতা রক্ষার জন্যে সেই সংক্ষিপ্ত গ্রন্থনামের বোধসৌকর্যার্থে পূর্ণনামের একটি সূচী প্রদান করা হবে। উপসংহারের পরে কয়েকটি নির্ঘণ্ট সন্নিবেশিত হবে। আলোচ্য গবেষণা-সন্দর্ভের শেষে গবেষণা-পদ্ধতি অনুযায়ী MLA (Eight Edition) ফরম্যাট-এ গ্রন্থপঞ্জি সংযোজিত করা হবে।

প্রথম অধ্যায়

সংস্কৃত সাহিত্যজগতে আচার্য হলায়ুধের পরিচয়

ভারতবর্ষের ইতিহাসে দেখা যায় একাধিক রাজবংশ বিভিন্ন সময়ে ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিল। কালক্রমে সেই সব রাজবংশের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের পতনও হয়েছিল। সেই রাজারা তাঁদের রাজত্বকালে সাহিত্য-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। তাঁদের রাজসভায় জ্ঞানী, গুণী ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের সমাবেশ ঘটত। এরকমই একটি রাজবংশ ছিল দক্ষিণ ভারতের রাষ্ট্রকূট বংশ, যাঁরা খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ থেকে দশম শতক পর্যন্ত দাক্ষিণাত্যে তাঁদের শাসনকার্য পরিচালনা করেছিলেন।[৭] খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকের শেষার্ধে রাষ্ট্রকূট রাজা প্রথম কৃষ্ণের রাজসভায় হলায়ুধ নামক একজন সভাকবি ছিলেন বলে কোনও গ্রন্থে উল্লেখ পাওয়া যায়।[৮] কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ হলায়ুধ রাষ্ট্রকূট-বংশীয় রাজা তৃতীয় কৃষ্ণের রাজসভার অন্যতম সভাকবি ছিলেন বলে বেশিরভাগ ঐতিহাসিক মতামত প্রকাশ করেছেন।[৯] এছাড়া আরও নানাবিধ তথ্যের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হলায়ুধ ছিলেন রাষ্ট্রকূট-বংশের রাজা তৃতীয় কৃষ্ণের রাজসভাকবি। তাঁর পারিবারিক জীবন সম্পর্কে বিশেষ কিছু তথ্য পাওয়া যায় না। কিন্তু তাঁর রচিত *কবিরহস্য* গ্রন্থ থেকে তাঁকে দক্ষিণ ভারতীয় হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। হলায়ুধ রাষ্ট্রকূট রাজবংশের রাজা প্রথম কৃষ্ণের সভাকবি ছিলেন।[১০] সুতরাং তাঁর স্থিতিকাল অষ্টম শতাব্দীর শেষার্ধ বলে মনে করা হয়। আচার্য হলায়ুধভট্ট একটি অভিধান গ্রন্থও রচনা করেছেন, যাঁর নাম *অভিধানরত্নমালা*। তবে এই

---

[৭] প্রা. ভা. কা ই. ত. স., পৃ. ৬৯৪

[৮] ভা. সং. কো., খণ্ড-১০, পৃ. ২৯৯

[৯] R. T. T., A. S. Altekar, p. 408.

[১০] Ibit.

গ্রন্থটি *হলায়ুধকোষ* নামেই অধিক পরিচিত। এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণরূপে অমরসিংহ প্রণীত *অমরকোষের* উপর ভিত্তি করে রচিত।

এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী *কবিরহস্য* গ্রন্থটির সূত্র ধরে আচার্য হলায়ুধকে রাষ্ট্রকূট রাজবংশের সঙ্গে সম্পর্কিত করা হয়েছে। আর এটা প্রাসঙ্গিক বলেও মনে হয় কারণ এই গ্রন্থে রাজা তৃতীয় কৃষ্ণের এবং রাষ্ট্রকূট রাজবংশের উল্লেখও রয়েছে। *কবিরহস্য* গ্রন্থে আচার্য হলায়ুধ রাষ্ট্রকূট রাজবংশের রাজা তৃতীয় কৃষ্ণের নানাভাবে প্রশংসা করেছেন। কিন্তু অন্য একটি দৃষ্টিকোণ আচার্য হলায়ুধকে একাদশ শতাব্দীর বঙ্গদেশীয় রাজা লক্ষ্মণসেনের মন্ত্রী এবং ধর্মাধ্যক্ষ হিসেবে চিহ্নিত করে। সুতরাং বলা যেতে পারে সংস্কৃত সাহিত্যজগতে অন্তত দুজন হলায়ুধ রয়েছেন এবং দুজনেই তাঁদের কৃতিসমূহের দ্বারা মহিমান্বিত হয়ে রয়েছেন। কিন্তু প্রশ্ন উঠতে পারে যে, *কবিরহস্য* গ্রন্থে কোন রাজা কৃষ্ণের উল্লেখ রয়েছে? এর সমাধানের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করলে দেখা যায় রাষ্ট্রকূট রাজবংশের তিনজন রাজার নাম ছিল কৃষ্ণ। তাঁরা হলেন যথাক্রমে প্রথম কৃষ্ণ, দ্বিতীয় কৃষ্ণ ও তৃতীয় কৃষ্ণ। তবে হলায়ুধ কোন রাজা কৃষ্ণের উল্লেখ তাঁর *কবিরহস্য* গ্রন্থে করেছেন তার স্পষ্টতা পাওয়া যায়নি। যদি পূর্ববর্তী দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী তাঁকে প্রথম কৃষ্ণের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হয় তাহলে আচার্য হলায়ুধের কাল দাঁড়ায় খ্রিস্টীয় অষ্টম শতক। কিন্তু অনেক পণ্ডিত ও ঐতিহাসিক আচার্য হলায়ুধকে তৃতীয় কৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্কিত দশম শতকের উল্লেখ করেছেন। বিখ্যাত ঐতিহাসিক অধ্যাপক অনন্ত সদাশিব আলটেকর তাঁর *The Rashtrakutas and There Times* গ্রন্থে আচার্য হলায়ুধকে তৃতীয় কৃষ্ণের সভাকবিরূপে উল্লেখ করেছেন।[১১] উল্লেখ্য ঐতিহাসিক অনন্ত সদাশিব আলটেকর তাঁর সমগ্র জীবন রাষ্ট্রকূট রাজবংশকে নিয়ে গবেষণা করে উৎসর্গ করেছেন। এছাড়া আরও অনেক ঐতিহাসিক ও পণ্ডিত আচার্য হলায়ুধকে তৃতীয় কৃষ্ণের সভাকবি রূপে

[১১] R. T. T., A. S. Altekar, p. 408.

উল্লেখ করেছেন। এই দৃষ্টিভঙ্গি আচার্য হলায়ুধভট্টকে প্রথম কৃষ্ণের তুলনায় তৃতীয় কৃষ্ণের যোগকে বেশি প্রাসঙ্গিক করে তুলেছে।

ভারতবর্ষের বঙ্গদেশে হলায়ুধের বসবাস ছিল এমন মত এবং তার সপক্ষে যুক্তিও পাওয়া যায়। শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর তাঁর সম্পাদিত *কবিরহস্য* গ্রন্থে কবি হলায়ুধের বংশ ও ঐতিহ্য বিষয়ে বর্ণনা করেছেন। তাঁর বিবরণ অনুযায়ী গৌড়প্রদেশে আদিশূর নামে এক মহান রাজা ছিলেন। তিনি একটি মহান যজ্ঞ করতে চেয়েছিলেন। এই যজ্ঞের জন্য তিনি কান্যকুব্জ (বর্তমানে কনৌজ) থেকে বেদে পারদর্শী পাঁচজন ব্রাহ্মণকে বঙ্গদেশে আমন্ত্রণ জানান। তিনি চেয়েছিলেন তাঁরা পুরোহিত হিসাবে অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করুন। এই পাঁচজন ব্রাহ্মণ ছিলেন– ভট্টনারায়ণ, দক্ষ, বেদগর্ভা, ছন্দরা এবং শ্রীহর্ষ। এঁদের মধ্যে ভট্টনারায়ণ ছিলেন জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের জন্য সবচেয়ে বিখ্যাত ব্রাহ্মণ। তিনি শাণ্ডিল্য পরিবারের অন্তর্গত এবং তাঁর থেকেই বঙ্গদেশের ঠাকুরদের বংশধর। এই যজ্ঞীয় অনুষ্ঠানের সাফল্যের পর আদিশূর গৌড়প্রদেশে বসতি স্থাপনের জন্য ভট্টনারায়ণকে পাঁচটি গ্রাম প্রদান করেন। সেখানে থাকাকালীন ভট্টনারায়ণ তিনটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এগুলি হল ১. *প্রযোগরত্ন* ২. *গোভিলসূত্রভাষ্য* ৩. *কাশীমরণমুক্তিবিচার*।[১২] কিন্তু তাঁর বিখ্যাত এবং সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হল *বেণীসংহার*, যা সংস্কৃত ভাষায় রচিত অন্যতম রূপক। *বেণীসংহার* ছয় অঙ্কবিশিষ্ট একটি নাটক। ভীম কর্তৃক দুঃশাসনের হত্যা ও তাঁর রক্তে দ্রৌপদীর চুল ধুয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি এবং দুর্যোধনের ঊরুভঙ্গ – এই নাটকের বিষয়বস্তু।

শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর দেখিয়েছেন আচার্য হলায়ুধ ছিলেন ভট্টনারায়ণের বংশের ষোড়শ বংশধর।[১৩] আচার্য হলায়ুধ রচিত কয়েকটি গ্রন্থ হল – ১. *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* ২. *মীমাংসাসর্বস্ব* ৩.

[১২] কবি., প্রাক্কথন অংশ, শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর (সম্পা.)

[১৩] তদেব

পণ্ডিতসর্বস্ব ৪. *শিবসর্বস্ব* ৫. *বৈষ্ণবসর্বস্ব* ৬. *পিঙ্গলচ্ছন্দঃসূত্রের মৃতসঞ্জীবনীবৃত্তি* বা *হলায়ুধবৃত্তি* ৭. *কর্মোপদেশিনী* ৮. *দুর্গোৎসববিবেক* ৯. *মৎস্যসূক্ততন্ত্র* ১০. *দ্বিজনয়ন* ১১. *সেক-শুভোদয়া* ১২. *কবিরহস্য* ১৩. *অভিধানরত্নমালা* ১৪. *হলায়ুধস্তোত্র* ১৫. *ক্রিয়ানিঘণ্টু* ইত্যাদি।

শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের মতে আচার্য হলায়ুধভট্ট বঙ্গদেশের কবি। আবার তিনি পূর্বে প্রদত্ত নানা গ্রন্থসমেত *কবিরহস্য* গ্রন্থেরও রচয়িতা। কিন্তু এই মতবাদটির যাথার্থ্য বিষয়ে যথেষ্ট সংশয়ের অবকাশ আছে। বরং *কবিরহস্য* গ্রন্থের রচয়িতা হিসাবে রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় কৃষ্ণের সভাকবি হলায়ুধের সম্বন্ধ অনেক বেশি যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়।

শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর আরও বলেছেন যে, হলায়ুধ ছিলেন বঙ্গদেশের সেনবংশীয় রাজা লক্ষ্মণসেনের প্রধানমন্ত্রী। বল্লালসেনের পুত্র লক্ষ্মণসেনের রাজসভার প্রধানমন্ত্রী পদে নিযুক্ত ছিলেন আচার্য হলায়ুধভট্ট।[১৪] লক্ষ্মণসেন ছিলেন বাংলার সেনবংশের শ্রেষ্ঠ রাজা। ১১৫৯ থেকে ১১৭৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ছিল বল্লালসেনের রাজত্বকাল।[১৫] তাঁর পিতা বিজয়সেনের স্থিতিকাল ছিল ১০৯৫ থেকে ১১৫৯ খ্রীস্টাব্দ[১৬] আর লক্ষ্মণসেনের স্থিতিকাল ছিল ১১৭৯ থেকে ১২০৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত।[১৭] সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে লক্ষ্মণসেনের রাজসভায় পণ্ডিত ও জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গের মধ্যে আচার্য হলায়ুধভট্ট ছিলেন অন্যতম। কবি জয়দেব, শরণ, ধোয়ী, গোবর্ধন, শ্রীধরদাস, হলায়ুধ, উমাপতিধর প্রমুখ পণ্ডিতগণ লক্ষ্মণসেনের রাজসভা অলঙ্কৃত করেছিলেন। উজ্জ্বলদত্ত, মল্লিনাথ ও মেদিনীকার[১৮] দ্বারা প্রায়শই তাঁর বক্তব্য উদ্ধৃত হয়েছে। তাঁরা হলায়ুধের পরবর্তীকালে আবির্ভূত হয়েছিলেন। ধরণীধর এবং বনমালী আচার্য হলায়ুধের পূর্বপুরুষ

---

[১৪] কবি., প্রাক্কথন অংশ, শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর (সম্পা.)

[১৫] বাঙলার ইতিহাস, প্রভাসচন্দ্র সেন সম্পাদিত, পৃ. ১৮২

[১৬] তদেব., পৃ. ১৮৭

[১৭] তদেব., পৃ. ১৯৩

[১৮] কবি., Preface, শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর (সম্পা.)

ছিলেন বলে জানা যায়।[১৯] ধরণীধর *ব্যাকরণসর্বস্ব* নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। আবার তিনি *মনুভাষ্য*ও রচনা করেছেন।[২০] বনমালীর ভাই *ভক্তিরত্নাকর* নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন এবং *দ্রব্যসিদ্ধিপ্রকরণরহস্য*[২১] নামে অপর একটি গ্রন্থও তাঁর দ্বারা রচিত। ধরণীধরের প্রপৌত্র *নিঘণ্টু* নামে বৈদিক কোষগ্রন্থের ওপরও একটি টীকা রচনা করেন। তিনি ছিলেন বল্লালসেনের রাজসভার বিচারক।[২২] পশুপতি ও ঈশান নামে হলায়ুধের দুই ভাই ছিল। তাঁরাও সংস্কৃতশাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। পশুপতি যজুর্বেদের আচার-অনুষ্ঠান নিয়ে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। ঈশান আইন বিষয়ে একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।[২৩] আচার্য পণ্ডিতরাজ জগন্নাথও এই বংশেরই একজন স্বনামধন্য ব্যক্তি ছিলেন বলে মনে করা হয়[২৪]। তিনি *রসগঙ্গাধর, ভামিনীবিলাস, রেখাগণিত* এবং আরও অন্যান্য কিছু গ্রন্থ রচনা করেছেন, যা তাঁকে খ্যাতির উচ্চশিখরে প্রতিষ্ঠিত করেছে। পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশ ছিলেন পণ্ডিতরাজ জগন্নাথের পুত্র। তিনিও *প্রযোগরত্নমালা, যুক্তিচিন্তামণি, বিষ্ণুভক্তিকল্পলতা, ভাষাবৃত্তি, একাক্ষরকোষ, হারলতা, হারাবলী, গোত্রপ্রবরদর্পণ* এবং আরও অন্যান্য কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। পুরুষোত্তমের পুত্র ছিলেন বলরাম। তিনি *প্রবোধপ্রকাশ* নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।[২৫] সুতরাং দেখা যাচ্ছে আচার্য হলায়ুধভট্ট যে বংশে জন্মগ্রহণ করেন তাঁরা পাণ্ডিত্য ও বিদ্যাবত্তায় সমাজে একটি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী।

শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের মতে তাঁরা এই স্বনামধন্য বংশের বংশধর। তাঁর পিতা হরিকুমার ঠাকুরও সংস্কৃতের একজন মহান পণ্ডিত ছিলেন। তিনি *দক্ষিণার্চনপারিজাত* নামে একটি গ্রন্থ

---

[১৯] কবি., প্রাক্কথন অংশ, শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর (সম্পা.)

[২০] তদেব

[২১] তদেব

[২২] তদেব

[২৩] তদেব

[২৪] তদেব., পৃ. ৩

[২৫] কবি., Preface, শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর (সম্পা.)

রচনা করেছিলেন। এছাড়াও *হরতত্ত্বদীধিতি* ও *পুরুষচরণপদ্ধতি* গ্রন্থদুটিও তাঁর রচনা। তাঁর খুল্লতাত প্রসন্নকুমার ঠাকুরও এই বংশের একজন বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি *বিবাদচিন্তামণি* নামে একটি গ্রন্থের অনুবাদ করেছিলেন। তাঁর ভাই মেঘরাজ ছিলেন মিথিলা বিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ আইনবিষয়ক আধিকারিক। তাঁর প্রচেষ্টাতেই সংস্কৃত ভাষা নতুনভাবে উজ্জীবিত হয়েছিল। তিনি শিক্ষার মহান পৃষ্ঠপোষকরূপে খ্যাতিলাভ করেছিলেন।[২৬]

তর্কতীর্থ মহাদেব শাস্ত্রী যোশী সম্পাদিত *ভারতীয় সংস্কৃতি কোষ* গ্রন্থে আচার্য হলায়ুধের অস্তিত্ব নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে। তবে এই বিষয়ে কোনও যুক্তিগ্রাহ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না। একই ধরণের নামের কারণে হলায়ুধ সম্পর্কে তিনটি মত প্রচলিত রয়েছে।[২৭] দ্বিতীয় মত অনুযায়ী আচার্য হলায়ুধভট্ট একাদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ কালের মধ্যে ধর্মশাস্ত্রে পণ্ডিত ও বুদ্ধিমান একজন ব্যাখ্যাকার ছিলেন। আচার্য হলায়ুধ বাৎস্যগোত্রীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি ছিলেন বৎস্যমুনির বংশধর, ধর্মাধ্যক্ষ ধনঞ্জয়ের পুত্র ও রাজা লক্ষ্মণসেনের সভাকবি। এছাড়াও তিনি ছিলেন লক্ষ্মণসেনের মন্ত্রিসভার বিচারক। পরে তিনি শ্বেতচ্ছত্রধারী উপাধিতে ভূষিত হন।[২৮] পশুপতি ও ঈশান ছিলেন তাঁর দুই বড় ভাই ছিলেন। পশুপতি *শ্রাদ্ধকৃত্যপদ্ধতি* ও *পাকযজ্ঞপদ্ধতি* নামে দুটি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর অপর ভাই ঈশান *দ্বিজাহ্নিকপদ্ধতি* নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন।

আচার্য হলায়ুধের উপাধি ছিল আবসথিক, মহাধর্মাধ্যক্ষ এবং ধর্মাধিকারী। বঙ্গদেশ, উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের লেখকেরা আচার্য হলায়ুধের আধিপত্য স্বীকার করেছেন। তিনি ছিলেন

---

[২৬] কবি., প্রাক্কথন অংশ, শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর (সম্পা.)

[২৭] ভা. সং. কো., মহাদেব শাস্ত্রী জোশী সম্পাদিত, খণ্ড ১০ পৃ. ২৯৯-৩০০

[২৮] তদেব

মহান কর্তৃত্ব ও সম্মানের অধিকারী। এ থেকে এটাও অনুমান করা যায় যে, তিনি হয়তো বাংলা অথবা মিথিলার বাসিন্দা ছিলেন।[২৯]

হলায়ুধ *শুক্লযজুর্বেদের* কাণ্বসংহিতার ওপর একটি ভাষ্য রচনা করেন। তাঁর রচিত বেদভাষ্যের নাম হল *ব্রাহ্মণসর্বস্ব*।[৩০] এই ভাষ্যগ্রন্থে তিনি একজন ব্রাহ্মণের নিয়মিত কর্মবিষয়ক প্রাতঃকাল থেকে শুরু করে রাতে ঘুমানোর সময় পর্যন্ত সমস্ত স্তোত্র সংগ্রহ করেছিলেন। এছাড়াও তিনি জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ ইত্যাদি অনুষ্ঠানে যে স্তোত্র উচ্চারণ করা হয়ে থাকে তার উদ্ধৃতি অর্থসহকারে উপস্থাপন করেছেন। তিনি *মীমাংসাসর্বস্ব, বৈষ্ণবসর্বস্ব, শৈবসর্বস্ব* বা *শিবসর্বস্ব* এবং *পণ্ডিতসর্বস্ব* নামেও কয়েকটি সর্বস্ব গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। কিন্তু আজ এইসব গ্রন্থের কোনও পাণ্ডুলিপির অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই বলা যায় যে, আচার্য হলায়ুধ কেবল বেদ এবং মীমাংসাশাস্ত্রেরই একজন মহান পণ্ডিত ছিলেন না, তিনি শৈব ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়েরও একজন মহান পণ্ডিত ছিলেন।[৩১]

শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের উল্লিখিত দুটি তত্ত্ব সংস্কৃত কোষকাব্যের জগতে একটু ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় প্রদান করে। আচার্য হলায়ুধকে বর্ণনা করার জন্য তাঁদের সংস্করণগুলিতে কয়েকটি পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়– প্রথমে হলায়ুধকে শাণ্ডিল্যগোত্রীয় শ্বেত বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে তাঁকে বাৎসগোত্রীয় ব্রাহ্মণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম মতানুযায়ী তিনি *হলায়ুধকোষ* বা *অভিধানরত্নমালা* গ্রন্থটি রচনা করেছেন এবং অমরেশ্বর মন্দিরের হ*লায়ুধ-স্তোত্র* সহ *কবিরহস্য* গ্রন্থ তিনিই রচনা করেন। কিন্তু পরবর্তী দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী তিনি মীমাংসা, বেদ এবং ধর্মশাস্ত্রের একজন পণ্ডিত ছিলেন। তিনি *ব্রাহ্মণসর্বস্ব, মীমাংসাসর্বস্ব, পণ্ডিতসর্বস্ব, শৈবসর্বস্ব*

---

[২৯] ভা. সং. কো., মহাদেব শাস্ত্রী জোশী সম্পাদিত, খণ্ড ১০ পৃ. ২৯৯-৩০০

[৩০] তদেব

[৩১] তদেব

এবং *বৈষ্ণবসর্বস্ব* গ্রন্থগুলি প্রণয়ন করেছেন। পূর্বের মতানুযায়ী *বৈষ্ণবসর্বস্ব* হলায়ুধ কর্তৃক রচিত নয় এবং সেখানে তাঁর পিতার নামের কোনও উল্লেখ করা হয়নি। তাছাড়া পূর্বমতাবলম্বিরা ভট্টনারায়ণ থেকে শুরু করে পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ পর্যন্ত হলায়ুধের মহান বংশের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।

আবার কোথাও একই ধরনের প্রসঙ্গও দেখা যায়। উভয় মতানুযায়ী তিনি ছিলেন লক্ষ্মণসেনের সভাকবি। উভয় দৃষ্টিভঙ্গিতেই তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতাদের নামের উল্লেখ রয়েছে একই রকম। তবে তাঁদের কৃতিসমূহের মধ্যে কিছু পার্থক্য দেখা যায়। উভয় দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী তিনি বাংলার অধিবাসী ছিলেন। যদিও পরবর্তী দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী তাঁকে মৈথিল ব্রাহ্মণ বলেই বেশি জোর দেওয়া হয়। পরবর্তী দৃষ্টিভঙ্গিতে *অভিধানরত্নমালা* ও *কবিরহস্যের* নাম উল্লিখিত হয়নি, কিন্তু পূর্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে তা লক্ষ্য করা যায়। অধিকন্তু পরবর্তী দৃষ্টিভঙ্গি এই মীমাংসা এবং ধর্মশাস্ত্রবিষয়ে পণ্ডিত হলায়ুধকে অভিধানকার হলায়ুধ থেকে পৃথক করে। আচার্য হলায়ুধ *অভিধানরত্নমালা* নামে একটি কোষগ্রন্থ এবং *কবিরহস্য* নামে একটি ধাতুকোষ রচনা করেন। এইসব গ্রন্থের এই দুজন ভিন্ন হলায়ুধকে তাঁর নামের সঙ্গে মিল দেখেই নানা তথ্য উপলব্ধ হয়েছে। পূর্ববর্তী দৃষ্টিভঙ্গি অনুয়াযী আচার্য হলায়ুধের স্থিতিকাল অষ্টম-দশম শতাব্দী। তিনি রাষ্ট্রকূট রাজা তৃতীয় কৃষ্ণের সভাকবি ছিলেন। আর এই সময় তিনি *কবিরহস্য* নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন, যেখানে তিনি রাষ্ট্রকূট রাজা তৃতীয় কৃষ্ণের প্রশংসা করেছেন।

এছাড়া আরও একটি মত প্রচলিত আছে যে আচার্য হলায়ুধ বিংশ শতাব্দীর পূর্বার্ধে বর্তমান ছিলেন। এই মত অনুযায়ী তিনি ছিলেন সংকর্ষণের পুত্র। তিনি *শ্রাদ্ধকল্পসূত্রের* উপরে একটি

ভাষ্য রচনা করেছেন– *শ্রাদ্ধকল্পসূত্র কাত্যায়ন।* এই গ্রন্থে তিনি কর্ক, কামধেনু, কল্পতরু, গোবিন্দরাজ প্রমুখ লেখক এবং তাঁদের গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেছেন।[৩২]

[৩২] ভা. সং. কো., মহাদেব শাস্ত্রী জোশী সম্পাদিত, খণ্ড ১০ পৃ. ২৯৯-৩০০

দ্বিতীয় অধ্যায়

আচার্য হলায়ুধের নামে প্রচলিত রচনাসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

আচার্য হলায়ুধের কৃতি :

পুরুষসূক্তের ব্যাখ্যা সম্পর্কে *ব্রাহ্মণসর্বস্বে* আচার্য হলায়ুধভট্ট বলেছেন, বিষ্ণুর উপাসনায় একই সূক্তের প্রয়োগ *বৈষ্ণবসর্বস্বে* বিশদভাবে আলোচিত একটি বিষয়। *ব্রাহ্মণসর্বস্বে* বলা হয়েছে– "এষা যদ্যপি বৈষ্ণবসর্বস্ব এব তৎ তৎ বিশেষেণ প্রতিপাদিতা তথাপি পুরুষসূক্তস্য আকারপ্রসঙ্গাদেতর্দীয়মাহাত্ম্যং পুনরিহাপি কিঞ্চিৎ অভিধীয়তে।"[৩৩]

আচার্য রঘুনন্দনের *স্মৃতিতত্ত্বে শৈবসর্বস্ব* ও *পণ্ডিতসর্বস্বের* নাম উদ্ধৃত হয়েছে। ঊড়িষ্যার ভুবনেশ্বরে হলায়ুধের *পণ্ডিতসর্বস্বের* সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি রয়েছে এবং একই শিরোনামের অর্থাৎ *পণ্ডিতসর্বস্ব* নামে একটি অজ্ঞাত লেখকের রচনাও সেখানে পাওয়া যায়। মিথিলার পাণ্ডুলিপির তালিকাতে হলায়ুধরচিত *প্রায়শ্চিত্তসর্বস্বের* ১৪৫ ফোলিয়োতে একটি পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়। পাণ্ডুলিপিটির পুষ্পিকাতে নির্দেশ রয়েছে যে, গ্রন্থটির রচয়িতা ও *পণ্ডিতসর্বস্বের* রচয়িতা একই ব্যক্তি। পুষ্পিকাতে উল্লেখ রয়েছে– "ইতি পণ্ডিতসর্বস্বং পুস্তকং পাদোনং সমাপ্তম্।"[৩৪]

এই সর্বস্ব গ্রন্থগুলি ছাড়াও রঘুনন্দন আচার্য হলায়ুধের *সংবৎসরপ্রদীপ* নামে একটি গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন। এই গ্রন্থটির উল্লেখ বঙ্গদেশের আরও কিছু স্মৃতিনিবন্ধক গ্রন্থেও পাওয়া যায়। তবে আচার্য হলায়ুধই *সংবৎসরপ্রদীপের* রচয়িতা কিনা সেই প্রশ্নটি বারবার মনের কোণে দানা বাঁধে, যার সমাধান আজ পর্যন্ত কেউ করতে পারেননি। আচার্য রঘুনন্দন *সংবৎসরপ্রদীপের* অজ্ঞাত

---

[৩৩] দুর্গামোহন ভট্টাচার্য সম্পাদিত, ব্রা. স., পৃ. ১৩২

[৩৪] Descriptive Catalogue of Manuscripts in Mithila, Vol.I. p.325, No.283.

পাণ্ডুলিপিটিরও উল্লেখ করেছেন। এই পাণ্ডুলিপি বহুদিন আগে *দ্বিজনয়ন* নামে লক্ষ করা গেছে। এই পাণ্ডুলিপির গুরুত্ব এই সত্যে নিহিত যে এটির শুরুতে রচয়িতা হিসাবে হলায়ুধের নাম সহ একটি অতিরিক্ত শ্লোক রয়েছে। ঠিক একই শ্লোক হলায়ুধ রচিত *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* গ্রন্থের ২৭ সংখ্যক প্রারম্ভিক শ্লোক হিসেবেও সামান্য ভিন্ন আকারে রয়েছে[৩৫]। *সংবৎসরপ্রদীপ* এবং *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* উভয়ক্ষেত্রেই এই সাধারণ শ্লোকের উপস্থিতি দ্বারা রঘুনন্দনের মন্তব্যের যথার্থতা অন্বেষণ করা সম্ভবপর হয়।

দুটি গ্রন্থের প্রকৃতি অন্তত একটি দিক থেকে কিছুটা একই রকম। বলা হয়েছে যে, দুটি গ্রন্থেই নিবন্ধকারের নামের উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং দুটি গ্রন্থই সম্ভবত একজন লেখকের লেখনী থেকেই এসেছে। হলায়ুধ ছিলেন লক্ষ্মণসেনের ধর্মাধ্যক্ষ[৩৬]। বাচস্পতি মিশ্র তাঁর *কৃত্যমহার্ণব* গ্রন্থে একজন হলায়ুধের কথা উল্লেখ করেছেন। আর সেই হলায়ুধের উপাধি ছিল ধর্মাধিকরণিকা।[৩৭] এই একই উদ্ধৃতি *সংবৎসরপ্রদীপে*ও পাওয়া যায়। হলায়ুধের রচনার অনুসন্ধানের সময় অন্য একজনের পাণ্ডুলিপিতে ভাষ্যকার হলায়ুধের নামটি পরিলক্ষিত হয়।

২. আচার্য হলায়ুধের নামাঙ্কিত কৃতিসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচয় :

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে সংস্কৃত সাহিত্যে বিশেষ স্থানের অধিকারী একাধিক আচার্য হলায়ুধের পরিচয় প্রদান করার চেষ্টা করা হয়েছে। বর্তমান অধ্যায়ে হলায়ুধ নামক আচার্যের নামাঙ্কিত সমস্ত উপলব্ধ ও উল্লিখিত গ্রন্থগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করা হবে। সেই সঙ্গে এই কৃতিসমূহের গ্রন্থকর্তৃত্বের বিষয়েও যত্নপূর্বক আলোকপাত করা হবে। ভারততত্ত্ববিদ Aufrechet-এর

---

[৩৫] দুর্গামোহন ভট্টাচার্য সম্পাদিত, সূক্ষ্মাববোধকভট্টবিকাশকারি নিস্তারকং কিমপি..., ব্রা স., পৃ. ৫

[৩৬] তদেব., পৃ. ২

[৩৭] হলায়ুধধর্মাধিকরণিকাস্তু মলমাসে যথোক্তগজচ্ছায়া ভবতীত্যাহু...Asiatic Society Ms. No. I F46, fol.13.

মতানুয়ায়ী আচার্য হলায়ুধ কর্তৃক ষোলটিরও বেশি গ্রন্থ রচিত হয়েছে।[৩৮] তাঁর মত যথার্থ হিসাবে ধরে নিলেও বর্তমান গবেষণাকার্যে সেই সমস্ত গ্রন্থের মুদ্রিত ও প্রকাশিত রূপ সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। এই গ্রন্থগুলির মধ্যে কয়েকটি গ্রন্থাগারে এবং অপর কয়েকটি অন্তর্জালে উপলব্ধ। অন্যান্য গ্রন্থগুলির নাম বিভিন্ন শাস্ত্র ও গবেষণাগ্রন্থে উল্লিখিত। এই উপলব্ধ ও উল্লিখিত তথ্যের ভিত্তিতে এখানে হলায়ুধের নামাঙ্কিত গ্রন্থগুলির বিষয়বস্তু, গ্রন্থকর্তৃত্ব ও রচনাকাল বিষয়ে যথাসাধ্য পর্যালোচনা করা হবে।

[৩৮] E. I., Vol. XXV, p. 173

তৃতীয় অধ্যায়

লক্ষ্মণসেনের ধর্মাধিকারী হলায়ুধ রচিত নির্বাচিত কয়েকটি গ্রন্থের বিশেষ পর্যালোচনা

আচার্য হলায়ুধভট্টের নামে প্রচলিত গ্রন্থগুলি হল *ব্রাহ্মণসর্বস্ব, মীমাংসাসর্বস্ব, পণ্ডিতসর্বস্ব, বৈষ্ণবসর্বস্ব, শৈবসর্বস্ব, অভিধানরত্নমালা, পিঙ্গলচ্ছন্দঃসূত্রের হলায়ুধবৃত্তি* বা *মৃতসঞ্জীবনী বৃত্তি, কর্মোপদেশিনী, মৎস্যসূক্ততন্ত্র, কবিরহস্য, দ্বিজনয়ন, সেক-শুভোদয়া, ক্রিয়া নিঘন্টু, হলায়ুধস্তোত্র, দুর্গোৎসববিবেক* ইত্যাদি। তবে সবগুলি গ্রন্থই যে একজন হলায়ুধের রচনা নয়, এর পূর্বাধ্যায়েই তা বিশদে আলোচনা করা হয়েছে।

আলোচ্য অধ্যায়ে সেনবংশীয় রাজা লক্ষ্মণসেনের ধর্মাধিকারী আচার্য হলায়ুধভট্ট রচিত *ব্রাহ্মণসর্বস্ব, মীমাংসাসর্বস্ব* এবং *পিঙ্গলচ্ছন্দঃসূত্রের মৃতসঞ্জীবনী বৃত্তি* – মূলত এই তিনটি গ্রন্থেরই বিশেষ অধ্যয়ন করা হয়েছে।

গবেষণা-সন্দর্ভের এই অধ্যায়ে যে তিনটি গ্রন্থের বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা করা হয়েছে সেই সব গ্রন্থের বিভিন্ন দিক পরিবেশিত হয়েছে। তিনটি গ্রন্থের মধ্যে যেসমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে, তা নিয়ে সংক্ষিপ্তাকারে নিম্নে আলোচনা করা হল-

***ব্রাহ্মণসর্বস্ব* :** আলোচ্য গবেষণা-সন্দর্ভের এই অংশে *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* গ্রন্থটির সার্বিক দিক পর্যালোচনার প্রয়াস করা হয়েছে। প্রথমে বেদভাষ্যগ্রন্থরূপে *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* গ্রন্থকে প্রতিষ্ঠা করে আচার্য হলায়ুধের বেদভাষ্যের বিষয়বস্তুর বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* গ্রন্থের বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়ন, সর্বস্ব শব্দের তাৎপর্য বিশ্লেষণ, পুরাণ-স্মৃতি ও নিবন্ধগ্রন্থের প্রমাণ প্রয়োগের আকররূপে *ব্রাহ্মণসর্বস্ব*কে প্রতিষ্ঠা, *ব্রাহ্মণসর্বস্বের* সংস্কারতত্ত্ব, হলায়ুধ ও গুণবিষ্ণুর ব্যাখ্যাপদ্ধতির

তুলনাত্মক অধ্যয়ন, *ব্রাহ্মণসর্বস্বে* গৃহ্যসূত্রের প্রভাব, গুণবিষ্ণুপ্রণীত *ছান্দোগ্যমন্ত্রভাষ্যের* প্রভাব, *ব্রাহ্মণসর্বস্বের* উৎসানুসন্ধান, স্বরূপবিশ্লেষণ, হলায়ুধসম্মত বেদাধ্যয়নের শর্তাবলি, বেদাধ্যয়নের রীতি, *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* বেদভাষ্যের বৈশিষ্ট্য, *ব্রাহ্মণসর্বস্বের* রচনাশৈলী, *ব্রাহ্মণসর্বস্বে* উদ্ধৃত মন্ত্রগুলির আচার-অনুষ্ঠানভিত্তিক ব্যাখ্যা। এছাড়া আরও কিছু মন্ত্রের ব্যাখ্যা এই অংশে তুলে ধরা হয়েছে।

***মীমাংসাসর্বস্ব*:** এই গ্রন্থের বিশ্লেষণাত্মক আলোচনার প্রারম্ভে ভারতীয় দর্শন ও বেদ বিষয়ে সামান্য আলোচনা করা হয়েছে। অতঃপর দর্শনশাস্ত্রের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ও দর্শন সম্প্রদায়ের আলোচনা, *মীমাংসাদর্শন* গ্রন্থের বিষয়বস্তু, মীমাংসা শব্দের অর্থ, *মীমাংসাদর্শনের* প্রধান প্রধান গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের পরিচয়, *মীমাংসাদর্শনের* ভাষ্যগ্রন্থ বা ব্যাখ্যাগ্রন্থগুলির আলোচনাপুর্বক *মীমাংসাসর্বস্ব* গ্রন্থের বিষয়বিন্যাস, *মীমাংসাসর্বস্বের* বৈশিষ্ট্য ও *মীমাংসাসর্বস্ব* গ্রন্থের রচনাশৈলী ইত্যাদি বিষয়ে বিশদে আলোচনা করা হয়েছে।

***পিঙ্গলচ্ছন্দঃসূত্রের মৃতসঞ্জীবনীবৃত্তি* বা *হলায়ুধবৃত্তি* :** এই গ্রন্থের বিশ্লেষণাত্মক আলোচনাকালে সর্বপ্রথমে বেদাঙ্গশাস্ত্রের বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তারপর ছন্দঃশাস্ত্রের বেদাঙ্গত্ব বিচার ও ছন্দঃশাস্ত্রের বৃত্তিকার হলায়ুধের পরিচয়, *পিঙ্গলচ্ছন্দঃসূত্রের* আলোচনা, *মৃতসঞ্জীবনীবৃত্তির* উপযোগিতা, বৃত্তির বৈশিষ্ট্য, *মৃতসঞ্জীবনীবৃত্তির* গুরুত্ব, রচনাশৈলী ইত্যাদি বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

গবেষণা-সন্দর্ভের তৃতীয় অধ্যায়টিকে মূলত *ব্রাহ্মণসর্বস্ব, মীমাংসাসর্বস্ব* ও *হলায়ুধবৃত্তি* – এই তিনটি গ্রন্থের বিশ্লেষণাত্মক আলোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়

লক্ষ্মণসেনের ধর্মাধিকারী হলায়ুধের সাহিত্যকৃতির মূল্যায়ন

আগেই বলা হয়েছে লক্ষ্মণসেনের ধর্মাধিকারী আচার্য হলায়ুধভট্ট ও দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূটবংশীয় রাজা তৃতীয় কৃষ্ণের সভাকবি হলায়ুধভট্ট ভিন্ন ব্যক্তি এবং উভয়ের গ্রন্থসমূহও ভিন্ন ভিন্ন। লক্ষ্মণসেনের ধর্মাধিকারী আচার্য হলায়ুধভট্ট *ব্রাহ্মণসর্বস্ব*, *মীমাংসাসর্বস্ব*, *বৈষ্ণবসর্বস্ব*, *পণ্ডিতসর্বস্ব*, *শৈবসর্বস্ব*, *ছন্দঃসূত্রের হলায়ুধবৃত্তি* বা *মৃতসঞ্জীবনীবৃত্তি* ইত্যাদি গ্রন্থগুলির প্রণেতা। অপরদিকে রাষ্ট্রকূট সম্রাট রাজা তৃতীয় কৃষ্ণের সভাকবি হলায়ুধভট্ট *অভিধানরত্নমালা*, *কবিরহস্য*, *ক্রিয়ানিঘণ্টু*, *হলায়ুধ-স্তোত্র* ইত্যাদি গ্রন্থের প্রণেতা। এছাড়াও *সেক-শুভোদয়া* নামে আর একটি গ্রন্থও আচার্য হলায়ুধভট্টের নামে পাওয়া যায়। যদিও গ্রন্থের বিষয়বস্তু ও ঘটনাপরম্পরার দিক লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, লক্ষ্মণসেনের কালেই এইসব ঘটনা ঘটেছিল কিন্তু এর ভাষা ব্যবহার খুবই নিম্নমানের এবং এই গ্রন্থে বহু অশুদ্ধ সংস্কৃতভাষার প্রয়োগ দেখা যায়, যা সংস্কৃতানুরাগীদের নিকট কখনই কাম্য নয়। এই কারণে *সেক-শুভোদয়া* গ্রন্থের লেখক হলায়ুধভট্টকে কখনই লক্ষ্মণসেনের ধর্মাধিকারীর সঙ্গে এক করা যায় না। এছাড়া আরও কয়েকটি গ্রন্থের নাম হলায়ুধভট্টের নামে পাওয়া যায়। যেমন– *দ্বিজনয়ন*, *মৎস্যসূক্ততন্ত্র*, *দুর্গোৎসববিবেক* ইত্যাদি। কিন্তু এই গ্রন্থগুলি অনুপলব্ধ, তাই সঠিকভাবে কোন হলায়ুধকৃত রচনা তা নির্ধারণ করা দুরূহ ব্যাপার হয়ে পড়েছে। তবে একথা বলা যেতে পারে যে, সংস্কৃত সাহিত্যজগতে যে হলায়ুধই এই অনুপলব্ধ অথচ সাহিত্য-সমালোচকদের দ্বারা উল্লিখিত এবং প্রসিদ্ধ গ্রন্থগুলির রচয়িতা হোন না কেন তিনি যে একজন খ্যাতনামা শাস্ত্রকার সে ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই।

তবে আলোচ্য গবেষণা-সন্দর্ভে বঙ্গদেশের সেনবংশীয় রাজা লক্ষ্মণসেনের ধর্মাধিকারী হলায়ুধেরই বিষয়ে বিশেষভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়েছে। তাঁর রচিত উপলব্ধ গ্রন্থগুলির রচনাশৈলীর বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, তিনি মূলত সহজ, সরল ও সাবলীল ভাষায় নিজ বক্তব্য উপস্থাপনে বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতেন। সংস্কৃত ভাষায় রচিত প্রত্যেকটি গ্রন্থেই আচার্য হলায়ুধভট্ট কিছু মৌলিকতা বা নিজস্বতা প্রতিপাদন করেছেন, যা তাঁর গ্রন্থগুলিকে অন্যান্যদের রচনা থেকে পৃথক ও গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদা প্রদান করেছে। তাঁর রচিত প্রত্যেকটি গ্রন্থেরই ব্যাখ্যা প্রদানকালে তিনি অন্যান্য কবি ও সাহিত্যিকদের শরণাপন্ন হয়েছেন। শুধু তাই নয়, প্রয়োজনানুসারে বিভিন্ন গৃহ্যসূত্র ও পুরাণ, *রামায়ণ, মহাভারত* ইত্যাদি থেকে প্রচুর উদ্ধৃতিও ব্যবহার করেছেন। ভাষ্যগ্রন্থ রচনার সময় বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রকারদের এবং তাঁদের লিপিবদ্ধ তথ্যসূত্রগুলির উল্লেখও তিনি করেছেন। সংস্কৃত সাহিত্যজগতে বেদভাষ্য রচনাকালে আচার্য হলায়ুধভট্ট যেভাবে শ্রৌতকর্ম ও গৃহ্যকর্মবিষয়ক বেশ কিছু মন্ত্রের আচার-অনুষ্ঠানভিত্তিক ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন, সংস্কৃত সাহিত্যে বেদব্যাখ্যার ক্ষেত্রে আর কেউই হয়তো এইরকম পন্থা অবলম্বন করেননি। এদিক দিয়ে লক্ষ্মণসেনের ধর্মাধিকারী আচার্য হলায়ুধভট্ট একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী।

উপসংহার

সংস্কৃত সাহিত্যজগতে রয়েছে আচার্য হলায়ুধের গুরুত্বপূর্ণ অবদান। হলায়ুধ নামের মধ্যেই রয়েছে একপ্রকার গাম্ভীর্য। মহাকাব্য ও পুরাণে প্রসিদ্ধ বলরামের হল নামক আয়ুধ বা অস্ত্র থাকায় তাঁর হলায়ুধ নামে পরিচিতি। সংস্কৃত সাহিত্যজগতে হলায়ুধ নামধারী ব্যক্তির অভাব নেই। গবেষণা-কার্যের যতই অগ্রগতি ঘটেছে ততই যেন নতুন নতুন তথ্যের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। আর তাতেই মনের মধ্যে উজ্জীবিত হয়েছে নতুন তথ্য জানার আগ্রহ। এই মনোভাবের ফলস্বরূপ নতুন তথ্য পাওয়াও গিয়েছে। বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনার প্রেক্ষাপট ও তথ্য অনুসন্ধানের ফলে দেখা গেছে সংস্কৃত সাহিত্যে হলায়ুধ নামে অনেক ব্যক্তি ছিলেন। একজন ছিলেন সেনবংশীয় সম্রাট লক্ষ্মণসেনের ধর্মাধিকারী ও ধর্মাধ্যক্ষ এবং অন্যজন ছিলেন রাষ্ট্রকূট সম্রাট রাজা তৃতীয় কৃষ্ণের রাজসভার সভাকবি। কেউ কেউ আবার পরমার রাজবংশীয় মুঞ্জের সভাকবি হিসেবেও হলায়ুধের উল্লেখ করেছেন। তবে শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর এই মতামতকে খণ্ডন করেছেন এবং তিনি বলেছেন যে, *পিঙ্গলছন্দঃসূত্রের হলায়ুধবৃত্তি* বা *মৃতসঞ্জীবনীবৃত্তির* লেখক রূপে যে হলায়ুধভট্ট ছিলেন তিনি সেনবংশীয় সম্রাট মহারাজ লক্ষ্মণসেনেরই ধর্মাধিকারী ছিলেন[৩৯]। *সেক-শুভোদয়ার* রচয়িতা রূপেও একজন হলায়ুধভট্টের নাম জানা যায়। লক্ষ্মণসেনের ধর্মাধিকারী হিসেবে তাঁকে ধরা হলেও বিখ্যাত ভাষাবিদ সুকুমার সেন এই গ্রন্থের রচয়িতা হিসেবে তাঁকে স্বীকার করেননি। তাঁর মতে, অন্য কেউ হয়তো হলায়ুধের নামে এই গ্রন্থটি প্রকাশ করেছেন। আলোচ্য গবেষণা-নিবন্ধে হলায়ুধের পরিচয়গত সমস্যার সমাধান করে লক্ষ্মণসেনের ধর্মাধিকারী হিসেবে আচার্য হলায়ুধভট্টের কৃতিসমূহেরই বিশ্লেষণপূর্বক পর্যালোচনা করা হয়েছে।

[৩৯] কবি. শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর (সম্পা.), ভূমিকা অংশ।

গবেষণা-সন্দর্ভের **প্রথম অধ্যায়ের** নামকরণ করা হয়েছে- সংস্কৃত সাহিত্যজগতে আচার্য হলায়ুধের পরিচয়। এই অধ্যায়ে আচার্য হলায়ুধের ব্যক্তিগত পরিচিতি, স্থিতিকাল, বংশপরিচয়, মাতা-পিতা ও দুই ভাইয়ের নাম ও তাঁদের কৃতিত্ব ইত্যাদির পরিচয় দেওয়া হয়েছে। এর পাশাপাশি হলায়ুধের ব্যক্তিগত পরিচিতি নিয়ে বিভিন্ন গবেষকের বিভিন্ন বক্তব্যও উপস্থাপিত হয়েছে। কেউ তাঁকে লক্ষ্মণসেনের ধর্মাধিকারী হিসেবে দেখিয়েছেন আবার কেউ বা তাঁকে রাষ্ট্রকূটবংশীয় সম্রাট রাজা তৃতীয় কৃষ্ণের সভাকবি হিসেবে দেখিয়েছেন। আবার কেউ তাঁকে সংকর্ষণের পুত্র হিসেবেও দেখিয়েছেন। এই নিয়ে সংস্কৃত সাহিত্যে মোট তিনজন হলায়ুধের পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু আলোচ্য গবেষণা-সন্দর্ভের ভরকেন্দ্র হিসাবে মূলত লক্ষ্মণসেনের ধর্মাধিকারী আচার্য হলায়ুধভট্টকেই নির্বাচিত করা হয়েছে। এই অধ্যায়েই তাঁর কর্মজীবন ও পারিবারিক জীবনের আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও তাঁর ব্যক্তিগত পরিচিতি অনুসন্ধানের জন্য ঐতিহাসিক তথ্যের ওপর ভিত্তি করে সেনবংশের ইতিহাস, বিজয়সেন, বল্লালসেন, লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকাল ও আচার্য হালায়ুধভট্টের সঙ্গে সেনবংশের সম্পর্ক, সেনযুগের সাহিত্যচর্চা, লক্ষ্মণসেনের রাজসভায় সংস্কৃতচর্চা, রাষ্ট্রকূট বংশের ইতিহাস, রাষ্ট্রকূটদের উৎপত্তি, রাষ্ট্রকূটবংশের শাসনব্যবস্থা, রাষ্ট্রকূট রাজবংশের শাসকদের পরিচয়, বিশেষ করে রাজা তৃতীয় কৃষ্ণের পরিচয় ও তাঁর সময়কালীন রাজসভাকবি ও তাঁদের কৃতিসমূহ, রাষ্ট্রকূট বংশের রাজত্বকালে সংস্কৃতচর্চা, সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সামান্য পরিচয় ও তাঁদের কৃতিসমূহ ইত্যাদি বিষয়ের সুস্পষ্ট পর্যালোচনা যত্নপূর্বক গবেষণা-সন্দর্ভের এই অধ্যায়ে উপস্থাপিত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

আলোচ্য গবেষণা-সন্দর্ভের **দ্বিতীয় অধ্যায়ের** নামকরণ করা হয়েছে– সংস্কৃত সাহিত্যজগতে আচার্য হলায়ুধের কৃতিসমূহ। সংস্কৃত সাহিত্যে আচার্য হলায়ুধের নামে যে সমস্ত রচনা পাওয়া যায়, এখানে তাদের সবগুলির উল্লেখপূর্বক সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে আচার্য হলায়ুধের নামাঙ্কিত ১৬টি গ্রন্থের উল্লেখ করা হয়েছে| গ্রন্থগুলি হল- *ব্রাহ্মণসর্বস্ব*, *মীমাংসাসর্বস্ব*,

পণ্ডিতসর্বস্ব, *শিবসর্বস্ব* বা *শৈবসর্বস্ব*, *বৈষ্ণবসর্বস্ব*, *পিঙ্গলচ্ছন্দঃসূত্রের মৃতসঞ্জীবনীবৃত্তি* বা *হলায়ুধবৃত্তি*, *কর্মোপদেশিনী*, *দুর্গোৎসববিবেক*, *মৎস্যসূক্ততন্ত্র*, *দ্বিজনয়ন*, *সেক-শুভোদয়া*, *কবিরহস্য*, *অভিধানরত্নমালা*, *হলায়ুধ-স্তোত্র*, *ক্রিয়ানিঘণ্টু* ইত্যাদি। এই অধ্যায়ে *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত আলোচনা ও গ্রন্থের বিষয়বস্তু, *মীমাংসাসর্বস্ব* গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তু, *পণ্ডিতসর্বস্ব*, *শৈবসর্বস্ব* ও *বৈষ্ণবসর্বস্ব* গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত আলোচনা, *হলায়ুধবৃত্তির* সংক্ষিপ্ত অধ্যয়ন, *কর্মোপদেশিনী* গ্রন্থের সামান্য পরিচয়, *দুর্গোৎসববিবেক* গ্রন্থের সামান্য পরিচয়, মৎস্যসূক্ততন্ত্র গ্রন্থের বিষয়বস্তু, *দ্বিজনয়ন* গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, *সেক-শুভোদয়া* গ্রন্থের বিষয়বস্তু, ঐতিহাসিক ঘটনার পর্যালোচনা ও গ্রন্থের বৈশিষ্টাবলি, *কবিরহস্য* গ্রন্থের রচনাকাল ও বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ, *কবিরহস্য* গ্রন্থের কাব্যত্ববিচার, শাস্ত্রকাব্যরূপে *কবিরহস্যের* স্থান, ভারতের ইতিহাসে *কবিরহস্যের* স্থান, এছাড়াও সংস্কৃত ব্যাকরণে *কবিরহস্যের* অবদান, সংস্কৃত ভাষায় ধাতুর গুরুত্ব, ধাতুকোষরূপে *কবিরহস্যের* গুরুত্ব, *কবিরহস্য* গ্রন্থের বৈশিষ্ট্যাবলী, *কবিরহস্যের* গ্রন্থের রহস্য নামের তাৎপর্য বিশ্লেষণ, *অভিধানরত্নমালা* গ্রন্থের বিষয়বস্তু ও প্রকৃতি, *অভিধানরত্নমালা* গ্রন্থের রচনাশৈলী, *হলায়ুধস্তোত্র* গ্রন্থের সামান্য পরিচয়, *ক্রিয়ানিঘন্টু* গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ইত্যাদি বিষয়গুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা করা হয়েছে। তবে বলে রাখা ভালো যে, এই অধ্যায়ে উল্লিখিত কিছু কিছু গ্রন্থের ক্ষেত্রে কোনওটির সামান্য পরিচয় আবার কোনওটির নামমাত্র পরিচয় দেওয়া হয়েছে। আচার্য হলায়ুধ-রচিত গ্রন্থগুলির সামান্য আলোচনা বা বিষয়বস্তুগত আলোচনা করার পর গ্রন্থগুলির কোনটি কোন হলায়ুধ কর্তৃক রচিত এবং কোন সময়কার রচনা তারও বিবরণ আলোচ্য গবেষণা-সন্দর্ভের দ্বিতীয় অধ্যায়ে করা হয়েছে।

গবেষণা-সন্দর্ভে লক্ষ্মণসেনের ধর্মাধিকারী আচার্য হলায়ুধের নির্বাচিত কতিপয় গ্রন্থের বিশেষ অধ্যয়ন নামক **তৃতীয় অধ্যায়ে** মূলত লক্ষ্মণসেনের ধর্মাধিকারী আচার্য হলায়ুধেরই নির্বাচিত কৃতিসমূহের সম্পর্কে বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা করা হয়েছে। মূলত তিনটি গ্রন্থ নির্বাচিত করার

পশ্চাতেও বেশ কিছু কারণ রয়েছে। যেহেতু গবেষণার মুখ্য বিষয় লক্ষ্মণসেনের ধর্মাধিকারী আচার্য হলায়ুধভট্ট সুতরাং তাঁর রচিত গ্রন্থেরই বিশেষ আলোচনা করা উচিত এবং কৃতিসমূহের মধ্যেও যেগুলো উপলব্ধ এবং প্রচলিত, মূলত এই গবেষণা-সন্দর্ভে সেই সেই গ্রন্থেরই বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়ন করা হয়েছে। বাংলার সেনবংশীয় রাজা লক্ষ্মণসেনের ধর্মাধিকারী হলায়ুধভট্টের পাঁচটি সর্বস্বগ্রন্থের নাম পাওয়া যায়। যথা – *ব্রাহ্মণসর্বস্ব, মীমাংসাসর্বস্ব, পণ্ডিতসর্বস্ব, শৈবসর্বস্ব* ও *বৈষ্ণবসর্বস্ব*। এদের মধ্যে *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* গ্রন্থই পূর্ণভাবে উপলব্ধ, তাই তার বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা তৃতীয় অধ্যায়ের প্রারম্ভেই করা হয়েছে। এরপর *মীমাংসাসর্বস্বের* বিষয়ে বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় গ্রন্থ হিসেবে *পিঙ্গলচ্ছন্দঃসূত্রের মৃতসঞ্জীবনীবৃত্তি* বা *হলায়ুধবৃত্তি*কে নির্বাচিত করা হয়েছে। যদিও কেউ কেউ পরমারবংশীয় মুঞ্জের সভাকবি হলায়ুধভট্টকে এই বৃত্তিটির রচয়িতা বলে মত প্রকাশ করেছেন। তা সত্ত্বেও শ্রী শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের মতামতকে প্রাধান্য দিয়ে লক্ষ্মণসেনেরই ধর্মাধিকারী হিসেবে স্বীকার করে এই বৃত্তিটির বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা গবেষণা-সন্দর্ভের এই অংশে সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

গবেষণা-সন্দর্ভের **চতুর্থ অধ্যায়ের** নামকরণ করা হয়েছে আচার্য হলায়ুধের সাহিত্যকৃতির মুল্যায়ন। এই অধ্যায়ে মূলত সেনবংশীয় রাজা লক্ষ্মণসেনের ধর্মাধিকারী আচার্য হলায়ুধভট্টের সাহিত্যকৃতিরই বিভিন্ন দিক সার্বিকভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। আচার্য হলায়ুধভট্টের সাহিত্যকৃতিসমূহের রচনাশৈলীর সার্বিক বিশ্লেষণ, সংস্কৃত সাহিত্যজগতের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় আচার্য হলায়ুধের অবদান, হলায়ুধভট্টের কৃতিসমূহের অসাধারণত্ব বিচার, হলায়ুধের রচনায় পূর্বাচার্যদের প্রভাব এবং পরবর্তী সাহিত্যে আচার্য হলায়ুধভট্টের রচনার প্রভাব ইত্যাদি বিষয়গুলি বিশ্লেষণাত্মক আলোচনার মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে, যা এই গবেষণা-সন্দর্ভের মুখ্য বিষয়। এই অধ্যায়ে লক্ষ্মণসেনের ধর্মাধিকারী আচার্য হলায়ুধভট্টের (তৃতীয় অধ্যায়ের নির্বাচিত) তিনটি গ্রন্থেরই সাহিত্যিক মুল্যায়ন করা হয়েছে। রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় কৃষ্ণের সভাকবি আচার্য

হলায়ুধভট্টের সাহিত্যকৃতি এই গবেষণা-সন্দর্ভের মুখ্য বিষয় নয়। তাঁর জন্য পৃথক গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে।

আলোচ্য গবেষণা-সন্দর্ভের **উপসংহারে** কোন্ অধ্যায়ে কি কি বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে তার সামগ্রিক দিক তুলে ধরা হয়েছে। গবেষণা-সন্দর্ভের **নিঘণ্টুতে** আচার্য হলায়ুধের রচিত *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* গ্রন্থের উদ্ধৃতি, *ব্রাহ্মণসর্বস্বে* উদ্ধৃত পূর্বাচার্যদের উদ্ধৃতি, *মীমাংসাসর্বস্বের* সূত্রসমূহ, *পিঙ্গলচ্ছন্দঃসূত্রের* সূত্রসমূহ এবং অষ্টাধ্যায়ীর ব্যবহৃত সূত্রসমূহের বর্ণানুক্রমিক উপস্থাপন করা হয়েছে।

নূতন দিগ্‌দর্শন (New Findings) :

সংস্কৃত সাহিত্যে গবেষণার ক্ষেত্রে আচার্য হলায়ুধের সারস্বতকৃতি একটি স্বল্পালোচিত বিষয়। এই স্বল্পালোচিত সারস্বতকৃতিকেই গবেষণার বিষয়বস্তুরূপে নির্বাচন করে বর্তমান গবেষণা-সন্দর্ভে ঐতিহাসিক তথ্যাদির ভিত্তিতে একাধিক হলায়ুধের অস্তিত্ববিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। নানাবিধ তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে যেমন একদিকে দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূটবংশীয় রাজা তৃতীয় কৃষ্ণের সভাকবিরূপে হলায়ুধের সাহিত্যকৃতির পরিচয় দেওয়া হয়েছে, তেমনই অপর দিকে বঙ্গদেশীয় সেনবংশীয় রাজা লক্ষ্মণসেনের ধর্মাধিকারী হলায়ুধের ঐতিহাসিক পরিচিতির ভিত্তিতে তাঁরও সাহিত্যকর্মের উপস্থাপন ও পর্যালোচনা করা হয়েছে। এছাড়া রাজা লক্ষ্মণসেনের পরবর্তী সময়ে আবির্ভূত পৃথক একজন হলায়ুধ যিনি হলায়ুধমিশ্র নামে পরিচিত, তাঁরও রচনার কথা প্রসঙ্গক্রমে তুলে ধরা হয়েছে। এই গবেষণা-সন্দর্ভে হলায়ুধের নামাঙ্কিত যাবতীয় উপলব্ধ গ্রন্থ এবং উল্লিখিত গ্রন্থসমূহের সামান্য পরিচয় উপস্থাপন করে তাদের গ্রন্থকর্তৃত্বের নিশ্চয়তা প্রদর্শন করার চেষ্টা করা হয়েছে। এই কয়েকজন হলায়ুধের মধ্য থেকে বঙ্গদেশীয় রাজা লক্ষ্মণসেনের ধর্মাধিকারী হিসাবে চিহ্নিত আচার্য হলায়ুধরচিত তিনটি গ্রন্থের বিশ্লেষণাত্মক

আলোচনাকেই বর্তমান গবেষণাসন্দর্ভে অধিক পরিমাণে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই তিনটি গ্রন্থ হল *ব্রাহ্মণসর্বস্ব*, *মীমাংসাসর্বস্ব* এবং পিঙ্গলচ্ছন্দঃসূত্রের *মৃতসঞ্জীবনীবৃত্তি*। তাঁর নামাঙ্কিত এই গ্রন্থগুলিই বর্তমানে উপলব্ধ এবং এগুলির সবকটিই বেদসংক্রান্ত গ্রন্থ। বৈদিক সাহিত্যের কোন কোন শ্রেণীর সঙ্গে তারা সম্পর্কযুক্ত, তা প্রদর্শন করার চেষ্টা করা হয়েছে। লক্ষ্মণসেনের ধর্মাধিকারী হলায়ুধের অন্যান্য গ্রন্থগুলির পরিচয় স্বপ্রদত্ত ও অন্যান্য বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত, কিন্তু তাদের মুদ্রিত ও প্রকাশিত রূপ অনুপলব্ধ। তাই শুধুমাত্র উপলব্ধ গ্রন্থগুলিরই পর্যালোচনার মাধ্যমে সেনবংশীয় রাজা লক্ষ্মণসেনের ধর্মাধিকারী হলায়ুধের সংস্কৃত সাহিত্য জগতে অবদান ও রচনানৈপুণ্য বর্তমান গবেষণা-সন্দর্ভে সাধ্যমত উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হয়েছে।

ভূমিকা অংশে গবেষণা-পদ্ধতিগত যে সমস্ত বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলি এখানে যথাযথভাবে পালনের চেষ্টা করা হয়েছে। এখন এই গবেষণা-সন্দর্ভটি বিদ্বদ্‌বর্গের সকাশে গুণমান বিচারের জন্যে সবিনয়ে উপস্থাপন করা হল।

ग्रन्थपञ्जि

सस्कृत-पुस्तकमाला :

क्रियानिघण्टु। उमाकान्तभट्टः (सम्पा.)। मेलुकोट : श्रीवेदवेदान्तबोधिनी संस्कृतमहापाठशाला, २००० (प्र. सं.)

गङ्गादास, *छन्दोमञ्जरी*। ब्रह्मानन्द-त्रिपाठी. (सम्पा.). वाराणसी : चौखाम्वा सुरभारती प्रकाशन, २०१५

चण्डेश्वर-ठक्कुर, *विवादरत्नाकर*:। कमलकृष्ण स्मृतितीर्थ (सम्पा.)। दिल्ली : ओरियंटल बुक सेन्टर, २०४६ (वि. सं.)

चण्डेश्वर-ठक्कुर, *गृहस्थरत्नाकरः*। कमलकृष्ण स्मृतितीर्थ (सम्पा.)। कलकाता : एशियाटिक सोसाइटि, १९२८

चण्डेश्वर-ठक्कुर, *कृत्यरत्नाकरः*। कमलकृष्ण स्मृतितीर्थ (सम्पा.)। कलकाता : एशियाटिक सोसाइटि, १९२५

जगदीशचन्द्रमिश्रः। *वैदिकवाङ्मयस्येतिहासः*, सम्पा. ब्रह्मानन्द त्रिपाठी। वाराणसी : चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, २०२१

पिङ्गलाचार्यः। *छन्दःशास्त्रम्, हलायुधभट्टविरचितया मृतसञ्जीवनी, मधुसूदनसरस्वतीप्रणीतया छन्दोनिरुक्तिश्च*। सम्पा. अनन्तकृष्ण-शर्मा। दिल्ली : परिमल पब्लिकेशन्स, २००१

पिङ्गलाचार्यः। *छन्दःशास्त्रम्*। सम्पा. पण्डित केदारनाथ। न्यु दिल्ली : राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, २००२ (पु. मु.)

पाण्डेय, उमेशचन्द्र (सम्पा.)। गौतमधर्मसूत्रम्। वाराणसी: चौखम्वा संस्कृत संस्थान, २००५ (५म सं)

पिङ्गलाचार्यः। *छन्दःशास्त्रम्*। सम्पा. पण्डित केदारनाथ। न्यु दिल्ली : राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, २००२ (पु. मु.)

वल्लालसेनः। *दानसागरः*। सम्पा. भवतोष भट्टाचार्य। कलकाता : दि एशियाटिक सोसाइटि, १९५३

वल्लालसेनः। *अद्भुतसागरः*। सम्पा. मुरलीधर-झा। काशी : प्राभाकरी-यन्त्रालय, १९०५

वेदव्यास, *श्रीमद्देवीभागवतमहापुराण* (द्वितीय खण्ड)। गोरखपुर : गीताप्रेस, २०६७

भट्ट, लक्ष्मीनाथ (सम्पा.)। *प्राकृतपिङ्गलसूत्राणि*। न्यु दिल्ली : निर्णयसागर प्रेस, १८९४

भट्टाचार्य, दुर्गामोहन (सम्पा.)। *छान्दोग्यब्राह्मणम*। कलकाता : संस्कृत कलेज, १९५८

मम्मट। *काव्यप्रकाशः*। हरिशङ्कर-शर्मा. (सम्पा.)। वाराणसी : चौखाम्वा सुरभारती प्रकाशन, १९८२ (पञ्चम संस्करण)।

मिश्र, जयकृष्ण। *धर्मशास्त्रस्येतिहासः*। प्रथमभागः वाराणसी : चौखम्वा संस्कृत सीरीज ओफिस, २०१४

मिश्र, रामचन्द्र. (सम्पा.)। *संस्कृतसाहित्येतिहासः*। वाराणसी : चौखाम्वा सुरभारती प्रकाशन, २०१७

সিংহরয, হরিদাস (সম্পা.)। *ছন্দঃসূত্রভাষ্যম্ যাদবপ্রকাশকৃতম।* কলকাতা : দি এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৭৭

হলায়ুধ। *অধিধানরত্নমালা।* সম্পা. আচার্য প্রিয়ব্রত শর্মা। বারাণসী : চৌখম্বা ওরিয়েন্টালিয়া, ২০১৩

হলায়ুধ। *পিঙ্গলছন্দঃসূত্রম।* সম্পা. বিশ্বনাথ শাস্ত্রী। কলকাতা : গণেশযন্ত্রে মুদ্রিতম্, ১৮৭৪

হলায়ুধ। *কবিরহস্য।* (সম্পা.) শৌরীন্দ্রমোহন-ঠাকুরঃ। কলকাতা : রয প্রেস, ১৮৭৯

বাংলা-পুস্তকমালা :

অধিকারী, তারকনাথ (সম্পা.)। *নিরুক্ত।* কলকাতা : সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০১২

অনির্বাণ, *বেদ মীমাংসা।* কলকাতা : সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০০৬

আচার্য, নারায়ণ রাম (সম্পা.)। *যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা।* দিল্লী : রাষ্ট্রিয় সংস্কৃত সংস্থান, ২০১০ (পু. মু.)

কাণে, পি. ভি. *হিস্ট্রি অফ ধর্মশাস্ত্র।* পুণা: ভাণ্ডারকর ওরিয়েন্টাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ১৯৭৫ (২য় সং.)

কালিদাস, *রঘুবংশ।* অশোকনাথ শাস্ত্রী ও সরোজেন্দ্রনাথ ভঞ্জ (সম্পা.)। কলকাতা : মডার্ণ বুক এজেন্সি, ১৩৫৬ (বঙ্গাব্দ)।

কৃষ্ণযজ্ব, *মীমাংসাপরিভাষা।* (সম্পা.) নবনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতা : সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০১৩ (পু. মু.) ২০০৬ (প্রথম প্রকাশ)।

গোভিল, *গোভিলগৃহ্যসূত্রম্।* সত্যব্রত সামশ্রমী (টী. এবং অনু.)। কলকাতা : দি সত্য প্রেস, ১৮৮৬

গৌড় কাহিনী। শৈলেন্দ্র কুমার ঘোষ (সম্পা.)। কলকাতা : দি আর্ট সেন্টার প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৫৭

চক্রবর্তী, শ্রীবাণী। *সমাজ সংস্কারক রঘুনন্দন।* কলকাতা : ১৯৬৪

চক্রবর্তী, শম্ভুনাথ (সম্পা.)। *সাম্প্রতিকতমকালে বাঙালীর বেদ-গবেষণা এবং প্রসঙ্গ-অনুষঙ্গ.* কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০০৬

চট্টোপাধ্যায়, অমরকুমার (সম্পা.)। *আশ্বলায়ন-শ্রৌতসূত্র।* কলকাতা: দি এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০২

চট্টোপাধ্যায়, হরিলাল (সম্পা.)। *বৈষ্ণব-ইতিহাস।* কলকাতা: শঙ্কর প্রেস, ৪৩৯ চৈতন্যাব্দ

চট্টোপাধ্যায়, জয়শ্রী (সম্পা.)। *অলংকার সাহিত্যের সমৃদ্ধ ইতিহাস.* কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৪২০ বঙ্গাব্দ (তৃতীয় পরিবর্তিত সংস্করণ)

চট্টোপাধ্যায়, অমরকুমার (সম্পা.)। *ঋগ্বেদীয় গৃহ্যসূত্র (আশ্বলায়ন-শাঙ্খায়ন-কৌষীতকী গৃহ্যসূত্র)*। কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৪০৮(বঙ্গাব্দ)।

চ্যাটার্জী, অশোক (সম্পা.)| বৈদিক ও লৌকিক ছন্দে পিঙ্গল| কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৯০

জৈমিনি। *মীমাসাদর্শনম* (সম্পা.) এবং বাংলা (অনু.) ভূতনাথ সপ্ততীর্থ। কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০০৯

তর্করত্ন, পঞ্চানন এবং মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.)। *মনুসংহিতা*। কলিকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৯৯৩ (পু. মু.)

তর্করত্ন, পঞ্চানন (সম্পা.)। *বায়ুপুরাণ*। কলকাতা: নবভারতী প্রকাশনী, ১৯৮৩ (১৩৯০ বঙ্গাব্দ)।

তর্করত্ন, পঞ্চানন (সম্পা.)। *অগ্নিমহাপুরাণ*। কলকাতা: নবভারতী প্রকাশনী, ১৮৯০

..... (সম্পা.)। *মৎস্যপুরাণ*। কলকাতা: নবভারতী প্রকাশনী, ১৯৮৮ (১৩৯৫ বঙ্গাব্দ)।

দণ্ডী, *কাব্যাদর্শ*। চিন্ময়ী চট্টোপাধ্যায় (সম্পা.)। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০১৮ (দ্বিতীয় মুদ্রণ)।

দাস, জ্ঞানেন্দ্রমোহন (সম্পা.)। *বাংলা ভাষার অভিধান*। কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, ২০১১

ধর্মপাল, গৌরী (সম্পা.)। *বেদের ভাষা ও ছন্দ*। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ২০১৫

পাহাড়ী, অন্নদাশঙ্কর (সম্পা.)। *মনুসংহিতা (সপ্তম অধ্যায়)*। কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০০৮.

পিঙ্গল, *পিঙ্গলছন্দঃসূত্রম* (সম্পা.) সীতানাথ সামাধ্যায়ী ভট্টাচার্য এবং অমর কুমার চট্টোপাধ্যায়। কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০১৪

বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র (সম্পা.)। *সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান*। কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৩৬৯ (বঙ্গাব্দ)।

বন্দ্যোপাধ্যায়, মানবেন্দু (সম্পা.)। *মনুসংহিতা*। কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভণ্ডার, ১৪১০.

বন্দ্যোপাধ্যায়, অশোককুমার (সম্পা.)। *পারস্কর গৃহ্যসূত্র।* কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৪০৬(বঙ্গাব্দ)

বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তি (সম্পা.)। *বৈদিক সাহিত্যের রূপরেখা।* সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা: ২০০৩ (তৃতীয় সংস্করণ)।

বন্দ্যোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রনাথ (সম্পা.)। *সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস।* কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ২০০৯

বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তি (সম্পা.)। *বৈদিক সাহিত্যের রূপরেখা।* কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০০৩

বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিচরণ (সম্পা.)। *বঙ্গীয় শব্দকোষ।* প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, নিউ দিল্লী: সাহিত্য অকাদেমি, ২০০১

বন্দ্যোপাধ্যায়, অশোককুমার (সম্পা.)। *মনুসংহিতা (সপ্তম অধ্যায়)।* কলকাতা: সদেশ, ২০০৯ (নবম সংস্করণ)

বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র (সম্পা.)। *সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস।* কলিকাতা: দি ঢাকা স্টুডেন্ট'স লাইব্রেরী, ১৯৭০

বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র (সম্পা.)। *নাট্যশাস্ত্র।* কলকাতা: নবপত্র প্রকাশন, ২০১৪ (ষ. মু.)

বসু, যোগীরাজ। *বেদের পরিচয়।* কলকাতা : ফার্মা কে. এল. এম. প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৩

বসু, সুমিতা (সম্পা.)। *যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা (ব্যবহার অধ্যায়)।* কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার. ১৪০৭ (বঙ্গাব্দ)

বসু, অনিলচন্দ্র (সম্পা.)। *কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র।* কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো, ১৯৯৯

বসু, অনিলচন্দ্র (সম্পা.)। *রঘুবংশম্* কলিকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো, ১৪০৭ (বঙ্গাব্দ)

বাগচী, যোগেন্দ্রনাথ (সম্পা.)। *বেদের মন্ত্রভাগে ঈশ্বর ও দার্শনিকতত্ত্ব।* কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৯৯৫ (প্রথম সংস্করণ)।

বাল্মীকি, *রামায়ণ*। পঞ্চানন-তর্করত্ন (সম্পা.)। কোলকাতা: বেণীমাধবশীল লাইব্রেরী, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ (পুনর্মুদ্রণ)।

বিদ্যালঙ্কার, রামগোপাল (সম্পা.)। *সংস্কার প্রকাশ*। কলকাতা: বৈদিক প্রেস, ২০০০

বিশ্বনাথ, *সাহিত্যদর্পণ* (দশম পরিচ্ছেদ)। উদয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.)। কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০০৬ (তৃতীয় সংস্করণ)

ভট্টাচার্য, সুকুমারী (সম্পা.)। *বিবাহ প্রসঙ্গে* কলকাতা: ক্যাম্প, ২০১০ (চতুর্থ সংস্করণ)

ভট্টাচার্য, অমিত (সম্পা.)। *প্রাচীন ভারতের সংস্কার চর্চা*। কলকাতা : সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০০২

ভট্টাচার্য্য, দুর্গামোহন (সম্পা.)। *প্রাচীন বঙ্গে বেদচর্চা*। কলকাতা: সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ, (প্রকাশকাল অপ্রাপ্ত)

ভট্টাচার্য্য, দূর্গামোহন (সম্পা.)। *ব্রাহ্মণসর্বস্বম্*। কোলকাতা : সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ, ১৯৬০

ভট্টাচার্য্য, বিমানচন্দ্র (সম্পা.)। *সংস্কৃত সাহিত্যের রূপরেখা*। কলকাতা: বিদ্যোদয় লাইব্রেরী, ১৯৬৭

ভট্টাচার্য্য, ভবানীপ্রসাদ এবং তারকনাথ অধিকারী (সম্পা.)। *বৈদিক সংকলন*। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০১৪

ভট্টাচার্য্য, পরেশচন্দ্র (সম্পা.)। *সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস*। কলকাতা: জয়দুর্গা লাইব্রেরী, ২০১৪

ভট্টাচার্য্য, পরেশচন্দ্র. (সম্পা.)। *সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস ও প্রাকৃত সাহিত্যের ইতিহাস*। কলিকাতা: জয়দুর্গা লাইব্রেরী, ১৯৯৫

ভট্টাচার্য, ঝর্ণা (সম্পা.)। *বৃহদারণ্যকোপনিষদ*। কলকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৯৭৬

ভট্টাচার্য্য, তপনশঙ্কর (সম্পা.)। *অষ্টাধ্যায়ী*। কলকাতা : সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০০৪

ভৌমিক, জাহ্নবীচরণ (সম্পা.)। *সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস*। কলকাতা : সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০০৩

মিত্র, সনৎকুমার (সম্পা.)। *সাহিত্য-টীকা*। কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ১৯৮৩ (প্রথম প্রকাশ)।

মুখোপাধ্যায়, গুরুশঙ্কর (সম্পা.)। *ঋগ্বেদভাষ্যোপক্রমণ*। কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০০৫

রঘুনন্দন, *শুদ্ধিতত্ত্বম্*। অশোককুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.)। কলকাতা: সদেশ, ২০০৯

রায়, নীহাররঞ্জন (সম্পা.)। *বাঙ্গালীর ইতিহাস – আদি পর্ব* কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৪২০ (বঙ্গাব্দ)।

রায়, নিখিলনাথ (সম্পা.)। *ঐতিহাসিক চিত্র*। চতুর্থ খণ্ড, প্রথম বর্ষ। কলকাতা: ত্রিদিব প্রেস, ১৩১১-১৩১২

লাহিড়ী, দুর্গাদাস (সম্পা.)। *লক্ষ্মণ-সেন*। কলকাতা: পৃথিবীর ইতিহাস কার্য্যালয়, ১৫৮৩ বঙ্গাব্দ।

শাস্ত্রী, সুখময় (সম্পা.)। *পূর্বমীমাংসাদর্শন*। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৩.

সরকার, দেবার্চনা (সম্পা.)। *নিত্যকালের তুই পুরাতনা*। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ২০১৩

সেন, পৃথ্বীরাজ. (সম্পা.)। *অষ্টাদশপুরাণ কাহিনী সমগ্র*। কলকাতা: গিরিজা লাইব্রেরী, ২০১৪

সেন, প্রভাসচন্দ্র (সম্পা.)। *বাঙলার ইতিহাস*। কলকাতা: কথাশিল্প প্রকাশ, ১৯৪৯

সেনগুপ্ত, আনন্দগোপাল (সম্পা.)। *সমকালীন*। সপ্তম খণ্ড। কলকাতা: মডার্ন ইণ্ডিয়া প্রেস, ১৩৬৬ (বঙ্গাব্দ)।

সেনগুপ্ত, গৌরাঙ্গগোপাল (সম্পা.)। *স্বদেশীয় ভারত-বিদ্যা সাধক*। কলকাতা: শিশু সাহিত্য সংসদ, ১৯৯৪ (প্রথম প্রকাশ)।

সেনগুপ্ত, গৌরাঙ্গগোপাল (সম্পা.)। *বিদেশীয় ভারত-বিদ্যা পথিক*। কলকাতা : ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৭৭ (দ্বিতীয় সংস্করণ), ১৯৬৫ (প্রথম সংস্করণ)।

হলায়ুধ, *কবিরহস্য।* (সম্পা.) রামনাথ ভট্টাচার্য্য। বাংলা অনু. কালীপদ-সিদ্ধান্তশাস্ত্রী। কলকাতা: দি সংস্কৃত বুক ডিপো প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ।

হলায়ুধ। *ব্রাহ্মণসর্বস্বম্*। প্রথম খণ্ড, (অনু.) বিশ্বনাথ মাইতি। কলকাতা : শ্রীগুরু প্রকাশনা, ১৩৯৪ বঙ্গাব্দ।

হলায়ুধ। *ব্রাহ্মণসর্বস্বম্।* (সম্পা.) তেজশ্চন্দ্র বিদ্যানন্দ। কলকাতা: সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ, ১৩৩১ বঙ্গাব্দ (তৃ. সং.)।

English books :

Altekar, A. S. *The Rāshtrakūtas and Their Times*. Poona : Oriental Book Agency, 1934.

Chatterji, Kshitish Chandra (Ed.). *Vedic Selections.* Part. 3. Calcutta : University of Calcutta, 1957.

Chakravarti, N. P. (Ed.). *Archaeological Survey of India, Epigraphia Indica.* Vol. XXV, Delhi : The Government of India Press, 1940-42.

Dasgupta, S. N. *A History of Sanskrit Literature.* Vol. I. Calcutta (Now Kolkata): University of Calcutta, 1975 (Second Ed.).

Dutta Sastri, Kali Kumar (Ed.). *Bengal's Contributions to Sanskrit Literature.* Calcutta (Now Kolkata): Sanskrit College, 1974

Griffith, Ralph T. H. *The Hymns of the Ṛgveda.* Ed. J. L. Shastri. Delhi : MLBD, 2004 (Print).

Halāyudha-Miśra. *Seka-śubhodayā.* Ed. & Eng. Translation by Sukumar Sen. Kolkata: The Asiatic Society, 2002 Rpt. (1963).

Halāyudha. *Abhidhānaratnamālā.* (Ed.) Th. Aufrecht. Leipzig: FR. NIES (Carl B. Lorck), 1861.

Halāyudha-Bhaṭṭa, *Mimāṃsā-Śāstra-Sarvasva*. Vol. XVII & XVIII. Ed. Umesa Misra. Patna: Bihar and Orissa Research Society, 1931.

Joshi, K. L. (Ed.) *Agnimahāpurāṇam.* (Vol.I & II.) Delhi: Parimal Publication, 2005.

Kane, Pandurang Vaman, *History of Dharmaśāstra.* Poona: Bhandarkar Oriental Research Institute, 1974.

Keith, A. Berriedale. *A History of Sanskrit Literature.* Oxford: Oxford University Press, 1928.

Lahiri, Durgadas. (Ed & Trans.) *Atharvaveda.* (Vol. I-V.) Calcutta (now Kolkata) : 1925.

Max Muller, F. (Ed.). *The Sacred Hymns of the Brāhmaṇas.* London: Henry Frowde Oxford University Press, 1892.

Macdonell, A. A. (Ed.). *Kātyāyana's Sarvānukramaṇī of Ṛgveda.* Oxford: Clarendon Press, 1886.

Macdonell, *A. History of Sanskrit Literature*. New York: D. Appleton and Company, 1899.

…….. *Vedic Mythology*. New Delhi: Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd., 2000.

Mahajan, Vidya Dhar. *Ancient India*. New Delhi: Sterling Publishers Pvt. Ltd., 1975 (1st Ed.).

Max Mmuller, F. *A History of Ancient Sanskrit Literature*. London: Williams and Norgate, 1859.

Misra, Jagadishchandra. *Vaidikabāṇmayasyetihasaḥ*. (Ed.) Brahmananda Tripathi. Baranasi : Choukhamba Surabharati Prakashan, 2002 (Rpt.).

Monier-Williams, Monier. *A Sanskrit-English Dictionary*. (Vol. I). Delhi: MLBD, Pvt. Ltd., 1993.

Monier-Williams, Monier. *Indian Wisdom*. London: Waterloo Place, 1875.

Mukhopadhyay, Govindagopal (Ed.). *A New Tri-lingual Dictionary*. Kolkata: Sanskrit Book Depot, 2006.

Max Muller, F. *History of Ancient Sanskrit Literature*. Delhi: MLBD, 2002.

Nagar, R. S. and K. L. Joshi. *Nāṭyaśāstra of Bharatamuni*. (Vol. I.) Delhi: Parimal Publication, 2009.

Nath Reu, Bisheshwar (Ed.). *History of the Rāshtrakūtas*. Jodhpur: The Marwar State Press, 1933.

Śaunaka. *Ṛgveda-Prātiśākhya.* Ed. Taraknath Adhikari. Kolkata: Sanskrit Book Depo, 2007.

Sashtri, Nilakanta K. A. (Ed.). *A History of South India : from pre historic times to the fall of Vijayanagara*. London: Oxford University Press, 1955.

Sharma, Basudeb.(Ed.) *Raghuvaṃśa of Kālidāsa*. Mumbai: Nirnay Sagar Press, 1918.

Śaunaka. *Ṛgvedaprātiśākhya.* Ed. Virendra Kumar Varma, with Uvata's commentary and Hindi trans. Together with Visnumitras Vargadvayavrtti. Varanasi: Banaras Hindi University, 1970.

Shastri, Jagadishlal. (Ed.) *Manusaṃhitā.* Delhi: MLBD. 2008.

Sharma, Chandradhar. (Ed.) *Śatapatha Brāhmaṇa*. (Vol. I.) Kashi (Varanasi): Achyuta Granthamala Karyalaya, 1994.

Sharma, P. R. P. *Encyclopedia of Vedas.* New Delhi: Anmol Publications Pvt. Ltd., 2007.

Telang, N. Kanta Nath Shastry and Braj Bihari Choubey. *The New Vedic Selection.* Varanasi: Prachya Bharati Prakashan, 1965.

Upadhyay, Chandrashekhar and Anil Kumar Upadhyay (Ed.). *Vaidika-Koṣa.* (Vol. I & III.) Delhi: Nag Publishers, 1995.

Vātsyāyana, *Kāma-Sūtra*. Lence Dane. (ed.). Vermont: Brijbasi Art Press Ltd., 2003.

Vedāṅgas: Language, Religion, Philosophy and Science (Collection of Research Articles). Ed. Tapan Sankar Bhattacharyya. Jadavpur University. Kolkata: Sanskrit Pustak Bhandar, 2018.

Winternitz, M. *A History of Indian Literature.* Vol. I. Part. 1, Calcutta (now Kolkata): University of Calcutta, 1962.

Yāska. *Nirukta*. (Ed.) Mukunda Jha Sharma. Delhi: Chaukhamba Sanskrit Pratisthan, 2008.

****

……. **……..**

Countersigned by the Supervisor: Candidate:

Prof. Dr. Ashok Kumar Mahata **Mahadeb Das**

Dated : Dated :